www.banglainternet.com represents

Dr. Zakir Naik's Bangla Ebook

MEDIA O ISLAM
(MEDIA AND ISLAM)

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ কথা

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এখন মিডিয়ার জয়জয়কার। ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার বদৌলতে যে কোনো ঘটনা-দুর্ঘটনা মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বব্যাপী। এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জন্ম দিচ্ছে নিত্য-নতুন ঘটনা। প্রচারসর্বস্ব এ সময়ে প্রতিনিয়ত আমরা জড়িয়ে পড়ছি মিডিয়ার বেড়াজালে। এই সুযোগে চলছে নানামুখি প্রপাগান্ডা। মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ ইত্যাদি মুখোরোচক শব্দের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হচ্ছে ধুম্রজাল। তারপরও নির্বিকার ও নিক্রিয় রয়েছে বিশ্ব মুসলিম। সাধারণ মুসলমানরা হচ্ছেন বিভ্রান্ত, দ্বিধান্বিত। দিকে দিকে বঞ্চনা আর নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন তারা। মিডিয়াকে এখন মুসলিমদের প্রতিপক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। দুবাই হলি কুরআন ইন্টারন্যাশনাল এ্যাওয়ার্ড কমিটি প্রদত্ত সম্মাননা গ্রহণ অনুষ্ঠানে বর্তমান মিডিয়াগুলোর inside view তুলে ধরেছেন এসময়ের অন্যতম মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ডা. জাকির নায়েক। তাঁর অভিজ্ঞান থেকে উন্মোচিত হয়েছে বেশীর ভাগ মিডিয়াই কীভাবে শান্তির বার্তা প্রচারের অন্তরালে ফেরি করছে মুসলিম বিদ্বেষ। সুকৌশলে ছড়িয়ে দিচ্ছে যুদ্ধের উন্মাদনা। মিডিয়া অস্ত্রের মাধ্যমে নিজেদের দায় চাপিয়ে দিচ্ছে মুসলিম জাতি তথা ইসলামের ওপর। মিডিয়া ও ইসলাম নিয়েই ডা. জাকির নায়েকের সমকালীন প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ।

মিডিয়ার শ্রেণীভেদ

আমাদের এই আলোচনার বিষয়টি হলো জনগণের কাছে প্রচারের মাধ্যম এবং আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণের মাধ্যমে শান্তি অর্জন করা। আজকে আমাদের জানতে হবে যে, মিডিয়া এখনকার দিনে খুবই স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কিংবা এভাবে বলা যায় যে, মিডিয়া বর্তমান সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এই মিডিয়া কালোকে সাদা, রাতকে দিন, হিরোকে ভিলেন এবং ভিলেনকে হিরো বানাতে পারে। অর্থাৎ মিডিয়া জনগণের কাছে প্রচারের মাধ্যমে অনেক কিছুই করতে পারে। কারণ, বিজ্ঞান উৎকর্ষের সাথে সাথে মিডিয়াও দিন দিন সমৃদ্ধ হচ্ছে, যুক্ত হচ্ছে নিত্যনতুন প্রযুক্তি।

প্রচলিত মিডিয়াকে আমরা মোটামুটিভাবে ৪ ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমটি হলো- প্রিন্ট মিডিয়া। এটিকেও দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– নিয়মিত এবং অনিয়মিত। অনিয়মিত মিডিয়ার মধ্যে রয়েছে, যেমন– সাহিত্য অর্থাৎ গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নিবন্ধ, প্রবন্ধ, বুকলেট, বই ইত্যাদি। এবং নিয়মিত প্রিন্ট মিডিয়ার মধ্যে রয়েছে– খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, যেগুলো ছাপানো হয় প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে বা তিন মাসে, প্রতি বছরে ইত্যাদি। এটি হলো মিডিয়ার প্রথম পদ্ধতি। মিডিয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলো ইলেকট্রনিক বা অডিও মিডিয়া। এই অডিও মিডিয়া আমরা বিভিন্নভাবে পেয়ে থাকি। যেমন–অডিও টেপ। তবে বর্তমানে এটি সেকেলে।

এছাড়াও আছে অডিও সিডি, ডিজিটাল অডিও টেপ প্রভৃতি। এই অডিও মিডিয়ার শ্রোতা হতে পারে একজন সাধারণ মানুষ। তিনি তার নিজের বাড়িতে, নিজের গাড়িতে কিংবা অফিসে বসেও শুনতে পারেন। কারণ একটি অডিও প্লেয়ার হাঁটতে হাঁটতেও শোনা যায় (কোন অনুষ্ঠানে) তারা একসাথে নির্দিষ্ট একটি স্থানে অথবা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থেকেও এ মাধ্যম তথা রেডিও ও স্টেশনের মাধ্যমে প্রচারিত অনুষ্ঠান শুনতে পারে। যেমন– ওয়াকম্যান। আবার অডিও মিডিয়ার শ্রোতা হতে পারে বেশ কয়েকজন মানুষও। গণমাধ্যমে তৃতীয় পদ্ধতিটি হলো ভিডিও মিডিয়া। এটাও বিভিন্নভাবে পাওয়া যায়, যেমন– ভিওএইচএস, হোম সিস্টেম ক্যাসেট ভিডিও। এটিও এখন সেকেলে হয়ে গেছে।

বর্তমানে বাজারে ডিভিডি নামের আরেকটি মিডিয়া প্রচলিত আছে। এটিতে রয়েছে ডিজিটাল ভিডিও ডিস্ক। এরপর যে নতুন প্রযুক্তিটি বাজারে এসেছে, সেটি হলো– এইচ.ডি.ডি.ভি.ডি.– হাই ডেফিনিশন ডিজিটাল ভিডিও ডিস্ক। তবে অতি সম্প্রতি উদ্ভাবিত মিডিয়া হিসেবে ব্লু-রে অনেকেরই নজর কেড়েছে। এই হলো ভিডিও মিডিয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি। এখানেও দর্শক হতে পারে একজন অথবা একাধিক। যেমন- বিভিন্ন টিভি স্টেশন, স্যাটেলাইট চ্যানেল, কেবল টি ভি মিডিয়ার সর্বশেষ পদ্ধতিটি হলো কম্পিউটার মিডিয়া। আই. টি– ইনফরমেশন টেকনোলজি, এখানেও ব্যবহারকারী হতে পারে একজন কিংবা একাধিক ব্যক্তি। অনেক বেশি মানুষের ব্যবহারকারী হতে পারে, যেমন–ইন্টারনেটের মাধ্যমে। এগুলো বিভিন্নভাবে পাওয়া যায়। যেমন– ডিস্ক, ভিসিডি, হার্ডডিস্ক ইত্যাদিতে। এক কথায় মিডিয়ার প্রকারভেদ হলো প্রাধানত ৪টি। প্রিন্ট মিডিয়া, অডিও মিডিয়া, ভিডিও মিডিয়া এবং কম্পিউটার মিডিয়া।

প্রতিটি মিডিয়াতেই প্রয়োজন হয় বিশেষ জ্ঞান। প্রত্যেক মিডিয়ার কিছু সুবিধা এবং অসুবিধাও আছে। যেমন– প্রিন্ট মিডিয়ার কাজগুলো জটিল হলেও প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে সহজ হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা গেছে বিভিন্ন মিডিয়ায় মানুষের মনে রাখার ক্ষমতা এক রকম নয়। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, যখন সাধারণ একজন মানুষ প্রিন্ট মিডিয়ার কোনো কিছু পড়ে সে তার পড়ার আনুমানিক ১০% মনে রাখতে পারে। একজন সাধারণ মানুষ অডিও মিডিয়ার যা শুনে তার আনুমানিক ২০% মনে রাখতে পারে। তবে অডিও এবং ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে যখন একজন মানুষ একইভাবে দেখে এবং শুনে তখন সে যা দেখেছে এবং শুনেছে তার আনুমানিক ৫০% মনে রাখতে পারে। তাহলে মনে রাখার দিক থেকে সবচেয়ে কার্যকরি হলো ভিডিও মিডিয়া।

মিডিয়ায় ইসলামবিদ্বেষী প্রচার

বর্তমানে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায়, হোক সেটি প্রিন্ট মিডিয়া, অডিও মিডিয়া বা কম্পিউটার বা ইনফরমেশন টেকনোলজি কিংবা খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, রেডিও ব্রডকাস্টিং স্টেশন, ওয়েবসাইট অথবা টিভি স্যাটেলাইট চ্যানেল- প্রতিটি মাধ্যমেই চলছে ইসলাম বিদ্বেষী অপপ্রচার। প্রতিনিয়ত এগুলোতে ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা খবর প্রচার করা হচ্ছে। ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও মিথ্যার বোমা ফাটাচ্ছে। এসব মিডিয়া ইসলাম সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা পোষণ করে। আর তাই কতিপয় আন্তর্জাতিক নিউজ চ্যানেল ন্যাক্কারজনকভাবে রাষ্ট্রীয় হামলা বা সন্ত্রাসকে–

'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' বলে প্রচার করছে। কিংবা কিছু আন্তর্জাতিক নিউজ চ্যানেল আছে তারা বলছে, এটা 'শান্তির জন্য যুদ্ধ।' বস্তুত তারা এখানে যেটি করছে তা শান্তির জন্য যুদ্ধ নয়, অন্য কথায় শান্তির ধর্মের সাথে অর্থাৎ ইসলামের সাথে যুদ্ধ। প্রকারান্তরে তারা ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্ম হিসেবে প্রচার চালাচ্ছে। তারা দেখাতে চাচ্ছে, এটি এমন ধর্ম যেটি এই পৃথিবীতে শান্তি চায় না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা মুসলিমরা কেউ তাদের মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ করছি না। তাই বিভিন্ন কলাকৌশল ব্যবহার করে মিডিয়াগুলো ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তথ্য সন্ত্রাসের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বেশ জোরেশোরে।

ইসলামকে হেয় প্রতিপন্নের বহুমুখি কৌশল

ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করতে মিডিয়া বহুমুখি কৌশল বেছে নিয়েছে। যেমন, প্রায়ই দেখা যায় তারা কতিপয় ভাড়াটে মুসলিম নামধারীকে দিয়ে কুকীর্তি ঘটিয়ে এর দায় গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর চাপিয়ে দেয়। আর প্রচার করে যে এটাই হলো মুসলমানদের দৃষ্টান্ত। তারা এভাবেই ইসলামকে অন্যায় তথা সন্ত্রাসের মদদদাতা হিসেবে তুলে ধরে। এটা ঠিক যে আমাদের মধ্যেও বিভ্রান্ত ও বিপথগামী আছে। কিন্তু কিছু লোক মুসলিম হয়েও নিজ স্বার্থ চরিতার্থের জন্য ইসলামের বিধি-নিষেধ ভঙ্গ করে। অন্যায় কাজ করে। পশ্চিমা মিডিয়া সেসব বিভ্রান্ত মুসলিমদের তুলে ধরে এবং প্রচার করে যে এরাই হলো ইসলামের দৃষ্টান্ত। আরো প্রচার করে, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা এসব অন্যায় কাজ করাকে উৎসাহ দেয় এবং নিঃসন্দেহে এ যাতীয় কাজ মানবতা বিরুদ্ধ। এরূপ নানা মিথ্যা অজুহাত তুলে আন্তর্জাতিক মিডিয়া ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত মাদরাসা নিষিদ্ধ করে দেয়া উচিত বলে জনমত তৈরিতে নেমেছে। কারণ তারা ধর্মপ্রাণ মানুষকে বদলে ফেলে পরিচিত করে একজন সন্ত্রাসীরূপে। তারা এই পৃথিবীর শান্তিকে নষ্ট করে দিচ্ছে বলে প্রচার চালানো হয়।

অথচ আমি এরকম হাজারও লোককে চিনি যে লোকগুলো পাস করেছে ইসলামিক মাদরাসা থেকে কিন্তু আমি এমন একজনকেও দেখিনি, যে লোকটি পৃথিবীর শান্তি বিনষ্ট করতে তৎপরতা চালায়। তার মানে এই না, যারা মাদরাসা থেকে পাস করে বের হয় তারা অন্যায় কাজ করে না। কিছু লোক থাকতে পারে। হিসেবে এদের সংখ্যা বড়জোর ১%-এর বেশি হবে না। কিন্তু মিডিয়া প্রচার করে যে এটাই হলো মুসলিমদের দৃষ্টান্ত এবং যে লোকটি কোনো ইসলামিক মাদরাসা থেকে পাস করেছে সে এই পৃথিবীর শান্তিতে ব্যত্যয় ঘটাতে চায়।

এবার ইতিহাসের পাতায় নজর দেয়া যাক। পৃথিবীর যে লোকটি মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষকে হত্যা করেছেন তিনি কে? কে সেই লোক? তিনি হচ্ছেন– 'হিটলার'। এজন্য তিনি অবশ্য কোনো পুরস্কার পাবেন না। এটা সবাই জানে। এখন আমার প্রশ্ন হিটলার কোন মাদরাসা থেকে পাস করেছিলেন? কোন্ মাদরাসার ডিগ্রি নিয়েছিলেন? এরূপ আর এক ঘৃণিত ব্যক্তি মুসোলিনি। তিনিই বা কোন্ মাদারাসা থেকে পাস করে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছেন?

এটা অবশ্য আমরা জানি যে পৃথিবীতে 'মাফিয়া চক্র আছে যারা কুখ্যাত ড্রাগ পাচারকারী। তারা কোন্ মাদরাসার ডিগ্রিধারী! এভাবে আমরা যদি বড় বড় অপরাধীদের তালিকা তৈরী করি তবেই প্রমাণ মিলবে । আমরা জানতে পারব সন্ত্রাসীদের আসল রূপ। তাই যে লোকগুলো আসলেই অপরাধী, যেখানে অপরাধের প্রমাণ আছে যে তারা পৃথিবীর শান্তি নষ্ট করেছে, তাদের পরিচয় জানার জন্য চেষ্টা করা উচিত। তাদের পরিচয় জানতে পারলে দেখবেন তাদের ১% লোকও নেই যারা মাদরাসায় লেখাপড়া করেছে। তারা লেখাপড়া করেছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমিও সেখান থেকে পাস করেছি। মুম্বাই থেকে পাস করেছি, স্কুল পাস করার পর মেডিকেল কলেজে পড়েছি। যেভাবে একজন ডাক্তার পাস করে।

অথচ প্রকৃত সত্য উদঘাটন না করে কিংবা সুকৌশলে আড়াল করে মিডিয়াগুলো অতিউৎসাহে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কিছু ভাড়াটে কুলাঙ্গারকে তুলে ধরে প্রচার করে, বোঝাতে চায় এরাই মুসলিমদের দৃষ্টান্ত। যদি কেউ ইসলাম ধর্মকে বিচার করতে চায় তাহলে মুসলিমরা বা মুসলিম সমাজ কী করে সেটি বিচার করলে হবে না। আপনারা যদি ইসলাম ধর্মকে বিচার করতে চান তা হলে বিচার করতে হবে ইসলামের মূল ধর্ম গ্রন্থগুলো দিয়ে। ইসলাম ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থগুলো হলো পবিত্র কুরআন এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স) এর সহীহ হাদিস। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, মানুষের মধ্য থেকে এমন একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি পবিত্র কুরআন থেকে অথবা সহীহ হাদিস থেকে এমন একটি নীতি খুঁজে বের করতে পারবেন যা স্বাভাবিকভাবে মানবজাতির কোনো ক্ষতি করতে পারে।

ধরুন, আপনি একটি গাড়ি পরীক্ষা করে দেখবেন গাড়িটি কতখানি ভালো। গাড়িটি হতে পারে মার্সিডিজ, সিক্সহানড্রেড, এসিএল, অথবা মার্কেটে নতুন এসেছে এমন। এখন একজন লোক যে গাড়ি চালাতে জানে না সে স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে বসলো। তারপর গাড়ি নিয়ে দুর্ঘটনা ঘটালো। আপনি কাকে দোষ দেবেন। গাড়িকে না ড্রাইভারকে? দোষ নিশ্চয় গাড়িকে দেবেন না। যদি কেউ গাড়ি চালাতে

না জানে আর সেটিকে নিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায় আপনারা গাড়িকে দোষ দিবেন না। তবে এক্ষেত্রে আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন গাড়িটি কতখানি ভালো, এর পিকআপ কতো, নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলো কেমন, গাড়িটির স্পিড কত, গিয়ারের অবস্থা কী ইত্যাদি। তারপর বলতে পারেন গাড়িটি কতখানি ভালো। আর যদি গাড়িটি পরীক্ষা করে নিতে চান চালু অবস্থায়, তাহলে স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে একজন দক্ষ চালককে বসান। যদি একইভাবে কোনো মুসলিমকে দিয়ে পরীক্ষা করতে চান যে ইসলাম কতখানি ভালো তবে এ বিষয়ে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (স)। আমার দিকে তাকিয়ে আপনারা ইসলাম ধর্ম বিচার করবেন না। অন্য কোনো মুসলিম কিংবা মুসলিম সমাজের কাজগুলো দেখবেন না। আপনারা দেখবেন একজন দক্ষ চালককে অর্থাৎ যিনি ইসলাম সম্পর্কে ভালো জানেন এবং ভালোভাবেই মানেন। আর এক্ষেত্রে যিনি সম্পূর্ণ ছিলেন তিনি হলেন মুহাম্মদ (স)।

ইসলামের বিরুদ্ধে অপবাদ দিতে মিডিয়া আরো যে কৌশল অবলম্বন করে সেটি হলো তারা স্থান, কাল, পাত্রভেদে কোনোরূপ প্রসঙ্গ ছাড়াই পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়। আর পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত সমালোচকদের কাছে খুব বেশি পছন্দনীয় সেটি হলো– সূরা তাওবার ৫ নং আয়াত। আয়াতটিতে বলা হয়েছে– فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ

অর্থ ঃ যখন তোমরা কোনো কাফিরদের দেখবে তাদের মেরে ফেলবে।

'যখনি তোমরা কাফিরদের দেখবে তাদেরকে মেরে ফেলবে'। এটি একটি প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি। এই উদ্ধৃতিটি বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করে না। তারা কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দেয় কোনো প্রসঙ্গ ছাড়া। হাদিসের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গ ছাড়া উপস্থাপন করে। এ আয়াতটির প্রকৃত প্রসঙ্গ সূরার প্রথমদিকে থাকলেও বিষয়টি কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, একটি শান্তি চুক্তি হয়েছিল মদিনার মুসলিম আর মক্কার মুশরিকদের মধ্যে। কিন্তু মক্কার মুশরিকরাই কোনোরূপ আলাপ-আলোচনা ছাড়া শান্তি চুক্তির শর্তগুলো ভঙ্গ করে। আর তখনি আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা তাওবার ৫নং আয়াত নাযিল করেন। তিনি এখানে মুশরিকদের উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত প্রস্তাবটি জানিয়ে দেন। মুশরিকদেরকে সতর্ক করে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন– তোমরা আগামী ৪ মাসের মধ্যে সব ভুল শুধরে ফেল, না হলে তোমাদের যুদ্ধ করতে হবে আর সেই যুদ্ধে আল্লাহ মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন 'তোমরা ভয় পেও না, যুদ্ধ কর। যেখানেই তোমাদের শত্রুদের দেখবে মেরে ফেল।'

যেকোনো আর্মি জেনারেল তার সৈন্যদের মনোবল বাড়াতে স্বাভাবিকভাবেই একথা বলবেন– যদি শত্রুদের দেখ মেরে ফেল। একথা বলবেন না যে, যেখানে তোমরা শত্রুদের দেখবে সেখানে তোমরা মরে যাও। প্রকৃতপক্ষে এখানে যুদ্ধ ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন– 'শত্রুরা যখন তোমাদের আক্রমণ করতে আসবে তোমরা ভয় পেও না, যুদ্ধ করো এবং তাদের দেখলেই মেরে ফেল'। চিন্তা করুন যদি এখনো আমেরিকা আর ভিয়েতনামের যুদ্ধটি চলতে থাকতো এবং কোনো আর্মি জেনারেল যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের মনোবল বাড়াতে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্দেশ দিতেন, তোমরা যেখানেই ভিয়েতনামীদের দেখবে মেরে ফেলবে। তাহলে লোকজন বলতো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট একটা কসাই। এটা প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি।

প্রায় সকল সমালোচককেই দেখেছি এরূপ প্রসঙ্গ ছাড়া, কখনো কখনো মনগড়াভাবে আয়াতের কিছু অংশ বাদ দিয়ে উদ্ধৃতি দেন। অরুন শুরি এমন একজন বিখ্যাত সমালোচক। ভারতে অর্থাৎ এই উপমহাদেশে তিনি একজন বিখ্যাত গবেষক। দীর্ঘ গবেষণার পর তিনি একটি বই লিখেছেন। নাম দিয়েছেন– 'দি ওয়ার্ল্ড অব ফতোয়াহ'। এখানে তিনি সূরা তওবা-এর ৫ নং আয়াতের পর লাফ দিয়ে চলে গেছেন ৭ নং আয়াতে। কারণ এই ৬ নং আয়াতেই তার এ অভিযোগের উত্তর দেয়া আছে। সূরা তাওবার ৬ নং আয়াত বলছে, কাফিরদেরকেও অর্থাৎ শত্রুদের কেউ আশ্রয় প্রার্থনা করলে শুধু সাহায্য করলে হবে না; তাদের নিরাপদ কোনো স্থানে পৌছে দেবে, যেন সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়।' চিন্তা করুন কী পরিমাণ বুদ্ধিবৃত্তিক চাতুর্য ও অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

এরূপ ক্ষেত্রে অতি দয়াবান একজন আর্মি জেনারেল হয়তো এমনটি বলবেন যে, শত্রু যদি চলে যেতে চায়, তাহলে তাকে চলে যেতে বল। কিন্তু কুরআন এমনটি বলছে না। কুরআন বলছে শত্রুরা যদি শান্তি চায় তাহলে তাদের নিরাপদ স্থানে পৌছে দাও এবং কুরআনের প্রায় সব আয়াতেই যেখানে যুদ্ধের কথা বা যুদ্ধ ক্ষেত্রের কথা; অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদের কথা বলা হয়েছে তার পরের আয়াতেই তাগিদ দেয়া হয়েছে শান্তি স্থাপনের জন্য। কারণ ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম। ইসলামকে অপবাদ দেয়ার জন্য তারা আরো একটি কৌশল গ্রহণ করে। কৌশলটি হলো এটা পবিত্র কুরআন কিংবা মহানবী (স) এর হাদিস থেকে সংকলিত উদ্ধৃতির ভুল ব্যাখ্যা করে। আর চতুর্থ কৌশলটি হলো এমন কিছু বক্তব্য তারা প্রচার করে যেটি ইসলামে নেই। অর্থাৎ ইসলামে যার কোনো উল্লেখ নেই, সেটিকে ইসলামের সাথে জুড়ে দেয়। মিডিয়ার পঞ্চম

কৌশলটি হচ্ছে এটি ইসলামের আলোকে ঠিক ব্যাখ্যাই দেয়, তবে সেটিকে আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। তারা ভাবে যে ইসলাম মানবজাতির জন্য মারাত্মক একটি সমস্যা।

এমনি ভাবেই বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে মিডিয়া ইসলামের কুৎসা রটনা করে। এই ধারাবাহিকতায় এখন আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলো মুসলিমদেরকে মৌলবাদী, চরমপন্থী আর সন্ত্রাসী বলে গালমন্দ করছে। ফলে বেশির ভাগ মুসলিমই বিষয়টিকে নিয়ে অপরাধবোধে ভোগে এবং এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তারা বলে যে বস্তুত কিছু মুসলিম এসব কাজ করে থাকে কিন্তু আমি মৌলবাদী না, আমি চরমপন্থী না। অর্থাৎ বেশির ভাগ মুসলমানই এরূপ হীনমন্যতা আর অপরাধবোধে ভোগে। অথচ আমরাও সমুচিত জবাব দিতে পারি। এখানে আমরাও জোড়ালোভাবে বলতে পারি। মুসলিমরা হবে দাঈ। ইসলামের বাণী অন্যের কাছে পৌছে দেয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। পবিত্র কুরআনে (সূরা আলে ইমরানের আয়াত নং ১১০) এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্যই তোমাদের পৃথিবীতে আবির্ভাব হয়েছে, কারণ তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দাও, অসৎকাজের নিষেধ করো এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করো।'

তাই আমাদেরকে দৃঢ়তার সাথে বলতে হবে আমরা হচ্ছি সেই জাতি যাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলা হয়েছে। আর একারণেই আমরা সৎকাজের নির্দেশ দেই, অসৎ কাজ করতে নিষেধ করি এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করি। আমরা যদি সৎকাজের নির্দেশ না দেই, অসৎ কাজে নিষেধ না করি তখন আমাদের মুসলিম বলা যাবে না। বলা যাবে না শ্রেষ্ঠ উম্মত। তাই মুসলিম হিসেবে আমাদের গর্ব করা উচিত। তাই আমার মনে আছে, তরুণ বয়সে যখন আমি মার্শাল আর্ট শিখি (এখনো তরুণই আছি 'মাশআল্লাহ) তখন আমি স্কুলে পড়তাম। আমরা শিখতাম মার্শাল আর্ট, হোক সেটি জুডু বা জুজুৎসু। সেখানে প্রতিপক্ষের শক্তি দিয়েই তাকে ঘায়েল করা হতো। বাধা দিয়ে নয়। অর্থাৎ প্রতি আক্রমণ না করে কৌশলে আক্রমণ ফিরিয়ে দেয়া। তাই আকারে বা ক্ষমতার দিক দিয়ে যে যত বড়ই হোক না কেনো তাকে হিকমতের সাথে প্রতিহত করতে হবে। আর এ কারণেই যদিও আমি হালকা পাতলা তারপরও অধিকাংশ সময়ই সামনে কোনো ডায়াস রাখি না। কেননা আমি চাই কোনোরূপ রাখ-ঢাক ছাড়াই আকার ইঙ্গিতের মাধ্যমে প্রকৃত সত্যটা উপস্থাপন করতে কিন্তু মিডিয়াগুলো অর্ধেক ঢেকে রাখার কৌশল গ্রহণ করে। তাহলে বড়সড় কোন লোক যদি আমাকে ধাক্কা দেয়, তাকে বাধা না দিয়ে ঐ ধাক্কাকেই কাজে লাগিয়ে তাকে ফেলে দিতে হবে। যত বড় আকার তত সহজে ফেলা যাবে।

প্রসঙ্গ : মৌলবাদ

যেকোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর মূলনীতিগুলো মেনে চলাকে মৌলবাদ বলে। আর যিনি মেনে চলেন তাকে বলে মৌলবাদী। যেমন ধরুন, যদি কোন লোক সে হতে চায় একজন বিজ্ঞানী, তাহলে তাকে বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলো মেনে চলতে হবে। যদি সেই লোক বিজ্ঞানের বিষয়ে মৌলবাদী না হয়, তাহলে সে যথার্থ বিজ্ঞানী হতে পারবে না। একইভাবে যদি কেউ গণিতজ্ঞ হতে চান তাহলে তাকে গণিতের মূলনীতিগুলো অনুসরণ করতে হবে। যদি তিনি গণিতের বিষয়ে মৌলবাদী না হন তাহলে ভালো গণিতজ্ঞ হতে পারবেন না। আপনারা সব মৌলবাদীকেই এক কাঠিতে মাপতে পারবেন না যে তারা সবাই ভালো অথবা সবাই খারাপ।

আমাদের মৌলবাদী হতে হবে

মৌলবাদীরা যে যে ক্ষেত্রে মৌলবাদী সেটা দেখে তারপর বিচার করতে হবে শব্দটি ইতিবাচক না নেতিবাচক। যেমন ধরুন, একজন মৌলবাদী ডাকাত তার কাজ ডাকাতি করা। সে সমাজের জন্য ক্ষতিকর এবং অন্যদিকে একজন লোক মৌলবাদী ডাক্তার যে লোক হাজারও মানুষের জীবন বাঁচায়। সে সমাজের জন্য উপকারী, সব মৌলবাদীকেই এক মাপকাঠিতে মাপতে পারবেন না। আপনাকে দেখতে হবে সে, কোন ক্ষেত্রে মৌলবাদী। তারপর বলবেন সে ভালো না খারাপ। অথচ কোনোরূপ বাছ-বিচার ছাড়াই মিডিয়াগুলো মুসলমানদের মৌলবাদী বলছে এবং শব্দটি নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করছে। আমি আমার নিজের কথা বলতে পারি। আমি একজন মুসলিম এবং আমি একজন মৌলবাদী মুসলিম হিসেবে গর্বিত। কারণ আমি সব সময় ইসলামের মূলনীতিগুলো মেনে চলার চেষ্টা করি। আর আমি জানি যে ইসলাম ধর্মে এমন কোনো মূলনীতি নেই যা সামগ্রিকভাবে মানবতার বিরোধী। ইসলাম ধর্মের কিছু মূলনীতি আছে, সেগুলোকে অমুসলিমরা মনে করে অমানবিক। কিন্তু আপনি যদি সেই নীতিগুলোকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলেন, আর বিভিন্ন পরিসংখ্যান উপস্থাপন করেন তবে এমন একজন নিরপেক্ষ লোকও পাবেন না, যিনি ইসলাম ধর্মের একটিমাত্র মূলনীতি খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন যা সামগ্রিকভাবে মানবতা বিরুদ্ধ। এজন্য আমি একজন মৌলবাদী মুসলিম হিসেবে গর্বিত।

'মৌলবাদ' শব্দটি প্রথম উল্লেখ করা হয় ওয়েবস্টার ডিকশনারীতে। তখন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল একদল প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে। এর আগে খ্রিস্টান চার্চ বিশ্বাস করতো শুধু বাইবেলের কথাগুলো ঈশ্বর প্রদত্ত। এই প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানরা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমেরিকাতে প্রতিবাদ করেছিল। তারা মনে করত, এই বাইবেলের আদেশগুলোই শুধু নয়, বাইবেলের প্রত্যেকটি শব্দ এবং প্রত্যেকটি অক্ষরই এসেছে ঈশ্বরের কাছ থেকে। অন্যদিকে যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে বাইবেলের কথাগুলো ঈশ্বর প্রদত্ত নয় তাহলে এই আন্দোলনটি ভালো আন্দোলন নয়।

'অক্সফোর্ড ডিকশনারী' অনুযায়ী মৌলবাদী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যিনি ধর্মের প্রাচীন নিয়মগুলো কঠোরভাবে মেনে চলেন। তবে আপনারা যদি 'অক্সফোর্ড ডিকশনারী' নতুন সংস্করণটি লক্ষ্য করেন, দেখবেন এখানে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মৌলবাদী হলো একজন ব্যক্তি যিনি ধর্মের প্রাচীন নিয়মগুলো কঠোরভাবে অনুসরণ করেন, বিশেষ করে ইসলাম। এই 'বিশেষ করে ইসলাম' কথাটি নতুন সংস্করণে জুড়ে দেয়া হয়েছে। যখনি আপনি মৌলবাদী কথাটি শুনবেন কোনো মুসলিমের কথা ভাববেন। তখন আপনার সামনে চরমপন্থী বা সন্ত্রসীদের রূপ ফুটে ওঠবে। মিডিয়াগুলো হরহামেশাই বলে বেড়ায় যে মুসলিমরা চরমপন্থী।

তবে আমি অবলীলায় স্বীকার করবো যে আমি চরমপন্থী, চরমভাবে দয়ালু, চরমভাবে ক্ষমাশীল, চরমভাবে সৎ, চরমভাবে ন্যায়বান। তবে কোন সমস্যা নেই যদি আমি হই চরম দয়ালু, চরম ন্যায়বান, চরম সৎ। অসুবিধা কোথায়? আপনারা কেউ কি বলতে পারবেন যে চরমভাবে সৎ হওয়াটা খারাপ? এমনভাবে কেউ কি আমাকে বলতে পারবে যে চরমভাবে ন্যায়বান হওয়া খারাপ দিক। কুরআন বলছে তোমরা চরম ন্যায়বান হও। আমরাতো আংশিকভাবে সৎ হবো না। যে লোক আমার বন্ধু তার কাছে সৎ থাকবো, আর যে আমার শত্রু তার কাছে সৎ থাকবো না– এটা হতে পারে না। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২০৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে - ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً অর্থাৎ ইসলামে প্রবেশ করো সর্বাত্মকভাবে। তাহলে চরমপন্থী হতে অসুবিধা কোথায়? কিন্তু আমাদের চরমপন্থী হতে হবে সঠিক ক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে। আমরা অন্যায় বা ভুল পথে চরমপন্থী হবো না। আমরা দয়া মায়াহীন হবো না। আমরা নিষ্ঠুর হবো না। আমরা চরমপন্থী হবো সঠিক উপায়ে এবং পবিত্র কুরআনও আমাদের সে কথাই বলছে।

সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী

কেউ আমাদের চরমপন্থী বললে বিষয়টি আমরা এড়িয়ে চলতে চাই। অথবা বলি– না, আমরা চরমপন্থী নই, আমরা মৌলবাদী নই। এটা দুঃখজনক কারণ, যুক্তির মাধ্যমেই এই শ্লেষ প্রতিহত করতে হবে। আর তাই কেউ যদি মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী বলে তা হলে জবাবে আমি বলি সব মুসলমানেরই সন্ত্রাসী হওয়া উচিত। সন্ত্রাস শব্দের শাব্দিক অর্থের মধ্যেই আমার জবাবের যৌক্তিকতা খুঁজে পাবেন। আমরা জানি, সন্ত্রাসী শব্দের অর্থ হলো যে লোক ত্রাস ছড়িয়ে দেয়। যখন একজন ডাকাত কোনো পুলিশকে দেখে তখন সে ভয় পায়। সুতরাং পুলিশ তখন ডাকাতের জন্য সন্ত্রাসী এবং একইভাবে যখন দেখবেন একজন ডাকাত বা ধর্ষণকারী বা সমাজের শত্রু কোনো মুসলিমকে দেখবে সে ভয় পেয়ে যাবে। আমরা সমাজের শত্রুদের আতঙ্কের মধ্যে রাখবো। আর পবিত্র কুরআনে মুসলমানদেরকে সুস্পষ্টভাবে আহ্বান করা হয়েছে, 'যারা সমাজের শত্রু তাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার কর।'

কিন্তু আমি জানি এখনকার দিনে সন্ত্রাসী কর্ম বলতে বোঝানো হয় এমন কাজ যেটি সাধারণ মানুষকে আতঙ্কে রাখে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো মুসলিমই নিরীহ মানুষের ওপর সন্ত্রাস চালাবে না। একজন মুসলিম এখন বাছাই করে সমাজের শত্রুদের অর্থাৎ চোর, ডাকাত, ধর্ষক- এর সাথে এরূপ করতে পারে। যখন কোনো সমাজ বিরোধী লোক কোনো মুসলমানকে দেখে ভয় পাবে এবং তখনই আমরা এই পৃথিবীতে শান্তি পাব। প্রায়ই দেখা যায় একটি মানুষের একটি কাজকে দুটি আলাদা আলাদা লেবেল দেয়া হয়।

৬০-৭০ বছর আগের কথা। আমার দেশ ইণ্ডিয়া ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন। অনেক ইন্ডিয়ানই তখন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতেন। এই লোকগুলোকে বৃটিশ সরকার তখন বলতো সন্ত্রাসী। কিন্তু আমরা সাধারণ লোকেরা তাদের বলি মুক্তিযোদ্ধা, দেশ প্রেমিক। একই লোক একই কাজ কিন্তু দুটি আলাদা লেবেল। অর্থাৎ আপনি যদি বৃটিশ সরকারের সাথে একমত হন ভারতকে শাসন করার অধিকার তাদের আছে, ত্যহলে আপনিও ঐ লোকগুলোকে সন্ত্রাসী বলবেন। কিন্তু যদি আপনি সাধারণ ভারতীয়দের সাথে একমত হন বৃটিশরা ভারতে এসেছে ব্যবসা করার জন্য, আমাদের শাসন করার অধিকার তাদের নেই, তাহলে আপনি ঐ লোকগুলোকে বলবেন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা। একই লোক একই কাজ কিন্তু দুটি ভিন্ন

নোবেল। এরকম উদাহরণ আপনারা পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক খুঁজে পাবেন. এক্ষেত্রে একজন দাঈ সহজেই বুঝতে পারবেন সঠিক পথ। অনেক দৃষ্টান্ত থাকলে তিনি বুঝতে পারবেন কোনটি কোথায় ব্যবহার করতে হবে। কারণ পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরান-এর ৬৪ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ.

অর্থঃ এসো সেই কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এক।

আর তাই ভারতীয়রা মুসলিমদের সন্ত্রাসী বলে অভিযোগ করলে আমি এই যুক্তিটি উপস্থাপন করি। তখন তারা ভালো করে বুঝতে পারে।

বোম ব্লাস্টের পরে অর্থাৎ ৭ জুলাই-এর পরে আমি ইংল্যাণ্ডে ছিলাম। সেখানে একটি কনফারেন্সে লেকচার দিয়েছিলাম। কনফারেন্সে টনি ব্লেয়ারের আসার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি আসতে পারেননি। তবে পুলিশ প্রধান, মেয়র প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানেও আমি উদাহরণ দিয়েছি। উদাহরণ দিয়েছি তাদের ইতিহাস দিয়ে। তুলে ধরেছিলাম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট। বৃটিশরা আমেরিকা শাসন করতো। অনেক আমেরিকানই স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিল। ১৭৭৬ সালে তারা স্বাধীনতা লাভ করে। আর তখনকার উচ্চপদস্থ নেতা ফ্রাংকলিন, জর্জ ওয়াশিংটনকে বৃটিশ সরকার এক নম্বর সন্ত্রাসী হিসেবে গণ্য করতো। যে লোক ছিল এক নম্বর সন্ত্রাসী অর্থাৎ জর্জ ওয়াশিংটন পরবর্তীকালে তিনিই হলেন ইউএস-এর প্রেসিডেন্ট।

একটু চিন্তা করে দেখুন, এক নম্বর সন্ত্রাসী হলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। বিষয়টি আপনাকে বিস্মিত করতে পারে। তবে এটাই সত্য, এটাই বাস্তবতা। আর এ কারণেই আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে জর্জ ওয়াশিংটনকে সবাই শ্রদ্ধা করে, এমনকি জর্জ বুশও। মিডিয়ার কথিত এক সময়ের এক নম্বর সন্ত্রাসী পরবর্তীতে হয়ে গেলেন আমেরিকার মতো উন্নত রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। আমেরিকা হচ্ছে পৃথিবীর সবচাইতে উন্নত রাষ্ট্র। আর সে দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন একজন কথিত সন্ত্রাসী। এছাড়াও বলতে পারেন নেলসন ম্যান্ডেলার কথা। ক্ষমতায় থাকাকালীন শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী সরকার তাকে ২৫ বছর ধরে আটকে রেখেছিল রোবেন সাইলেণ্ডে। তখন তাকে বলা হতো এক নম্বর সন্ত্রাসী। পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা যখন বর্ণবাদী সরকার থেকে মুক্ত হলো তখন দক্ষিণ

আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট হলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। এরপর নেলসন ম্যান্ডেলা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন। আর তিনি নতুন কোনো কাজের জন্য শান্তি পুরস্কার পাননি। এমন নয় যে তিনি পূর্বে সন্ত্রাসী ছিলেন পরে ভালো হয়ে গেছেন। একজন খারাপ লোক ভালো হয়ে গেল এরকম নয়। সেই একই কাজ যার জন্য তাকে সন্ত্রাসী বলা হয়েছে, কয়েক বছর পর তার জন্যই তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন। এটি খুবই আশ্চর্যজনক। একই কাজ যার অপরাধে তিনি ২৫ বছর জেলখানায় ছিলেন, যার জন্য তাকে সন্ত্রাসী বলা হলো, সেই কাজের জন্যই তিনি পরবর্তীতে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন।

ঠিক এইভাবেই মিডিয়া দিনকে রাত, কালোকে সাদা হিরোকে ভিলেন বানায়। ক্ষমতাসীনদের সকল কথাই সত্য করে ফেলে। আমরা জানি হিটলার ইউরোপ আক্রমণ করে। অনেক দেশই তাকে বাধা দিয়েছিল, এমনকি ফ্রান্সও। সেই ফরাসি লোকদের তখন জার্মানরা সন্ত্রাসী বলতো। ঠিক এভাবেই মিডিয়াগুলো খবর প্রচার করে। মিডিয়ায় আমরা মুসলিমরা অনেক পেছনে পড়ে আছি। কীভাবে মিডিয়ার নেতিবাচক প্রবণতা উল্টে দেয়া যায়, তা আমাদের জানতে হবে।

প্রসঙ্গ : জিহাদ

জিহাদ অর্থ প্রচেষ্টা। কিন্তু মিডিয়ার মাধ্যমে এই শব্দটির নানামুখি ভুল ধারণা প্রচার করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে কোনো অমুসলিমদের মধ্যেই নয় মুসলিমদের মধ্যেও ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। তাই অনেক লোকই ভাবেন, মুসলিমরা যদি কোনো কারণে বল প্রয়োগ বা যুদ্ধ করে থাকে, কোনো কারণে– হোক সে ক্ষমতার জন্য, হোক সে নিজস্ব লাভের জন্য, হোক সেটি টাকার জন্য, সেটিই হচ্ছে জিহাদ। বস্তুত যেকোনো কারণে সংঘটিত বিবাদ জিহাদ নয়।

জিহাদ (جِهَادٌ) একটি আরবি শব্দ। শব্দটি জাহদুন (جَهْدٌ) ধাতুমূল থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এর অর্থ চেষ্টা করা; সংগ্রাম করা। তাহলে ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী জিহাদ হচ্ছে নিজের বিভিন্ন অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাওয়া। এর অর্থ সমাজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা এবং সংগ্রাম করে যাওয়া। যুদ্ধ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা আর সংগ্রাম করে যাওয়া। আরেকটি অর্থ, অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে চেষ্টা এবং সংগ্রাম করে যাওয়া। তাই যদি কোনো ছাত্র পরীক্ষায় পাস করার জন্য চেষ্টা এবং সংগ্রাম করে যায়, তার অর্থ সে জিহাদ করছে। তাহলে জিহাদের অর্থ চেষ্টা আর সংগ্রাম করে যাওয়া। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে হলেও অনেক তথাকথিত বিশেষজ্ঞ মুসলিম আছেন যারা জিহাদের বাংলাকে পবিত্র যুদ্ধ বলে থাকেন। কিন্তু আপনি যদি পবিত্র যুদ্ধের আরবি করেন তাহলে হবে 'হারবুম মুকাদ্দাসা' (حَرْبٌ مُقَدَّسَةٌ) এই 'হারবুম মুকাদ্দাসা' শব্দটি পবিত্র কুরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। এমনকি মুহাম্মদ (স) এর কোনো সহীহ হাদীসেও এর উল্লেখ নেই।

বস্তুত এই 'পবিত্র যুদ্ধ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল ক্রুসেডারদের বোঝাতে। যখন এই ক্রুসেডাররা খ্রিস্টান ধর্মের নামে হাজারও মানুষকে হত্যা করতো। তখন তারাই এর নাম দিয়েছিল পবিত্র যুদ্ধ। তখন তারা এই শব্দটি ব্যবহার করছে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে। আর মিডিয়ার মাধ্যমে এরূপ অপপ্রচারকে হালাল করা হচ্ছে। যদিও প্রথম তারা মৌলবাদী বলতে খ্রিস্টানদের বোঝাতো কিন্তু আজ তারা বুঝাচ্ছে মুসলিমদেরকে। পবিত্র যুদ্ধ বলতে বোঝাতো খ্রিস্টানদের ক্রুসেডকে, এখন তারা বোঝায় মুসলিমদের জিহাদকে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদেরকে দাঈ হতে হবে। চূড়ান্ত প্রচেষ্টা বা জিহাদ চালাতে হবে। কারণ আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ (স) বলেছেন, 'প্রচার কর যদি একটি আয়াতও জান।' কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যেদিন আপনি আহমেদ দিদাত-এর মতো হবেন, সেদিনই দাওয়াত দেওয়া শুরু করবেন, তবে সেটা হবে নেহায়েত ভুল। কারণ সে

সময় হয়তো আপনি কোনদিনই পাবেন না। যদি আপনি ইসলাম সম্পর্কে সঠিকভাবে একটি আয়াতও জানেন তাহলে আপনার ইসলাম প্রচার করা উচিত। যেহেতু প্রত্যেক মুসলিমই দাঈ। কার্যত আমরা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মেনে চলছি না। আর এ কারণেই আমরা পিছিয়ে আছি। আল্লাহ বলেছেন, তিনি তাদের সাহায্য করবেন না, যারা নিজেদের সাহায্য করে না। এখানে দোষ আমাদের। আমরাই এখানে দোষী। ইসলাম সম্পর্কে ৯/১১ এর পরে অপবাদ অনেক বেড়ে গেছে।

আমি ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে আমেরিকার লসএঞ্জেলসে গিয়েছিলাম। তখন আমার পরনে ছিল কোর্ট-টাই, মাথায় টুপি এবং দাড়ি। তাই প্রস্তুত ছিলাম যে আমাকে প্রশ্ন করবেই। দাঈকে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হয়। আমি যখন ইমিগ্রেশনে গেলাম তারা আমার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে ইনকোয়ারিতে পাঠালো। আমি প্রস্তুত ছিলাম। তারা আমাকে প্রশ্ন করলো, আপনি কেন এসেছেন? আমি বললাম, মানবতার জন্য পুরস্কার নিতে। লসএঞ্জেলস-এর একটি সংস্থা, তারা আমাকে পুরস্কারটি দেবে। এরপর তারা আমাকে জিজ্ঞেস করলো-আপনি কী করেছেন? আমি বললাম, আমি সত্যকে ছড়িয়ে দেই। আপনাদের যীশু বলেছেন- তোমরা সত্যকে খুঁজে বেড়াও, আর সত্যই তোমাদের মুক্ত করবে (গসপেল অব জন-অধ্যায় ৮ অনুচ্ছেদ-৩২)। আমিও সেইভাবে সত্যকে ছড়িয়ে দেই। আমি মিথ্যা বলিনি। আমি একজন দাঈ, আমি সত্যের ধর্মকে ছড়িয়ে দেই। তারপর তারা আমাকে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন শুরু করলো। কাস্টমসে যাওয়ার পর তারা আমার ব্যাগ চেক করল। সেখানে আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখলো 'জিহাদ এন্ড টেররিজম'।

তারপর প্রশ্ন করলো আপনি কি জিহাদে বিশ্বাস করেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ। যীশুখ্রিস্ট নিজেও জিহাদে বিশ্বাস করতেন। তিনিও চেষ্টার কথা বলতেন আমিও চেষ্টায় বিশ্বাস করি। যিশু যা বলেছেন আমি সেই চেষ্টায় বিশ্বাস করি এবং সবাইকে তা বিশ্বাস করতে হবে। এরপর সে আরেকটু আগ বাড়িয়ে প্রশ্ন করলো।

আপনি কি যুদ্ধ করায় বিশ্বাস করেন? আমি বললাম একথা বাইবেলেই আছে যে আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে। আপনি যদি বুক অব নাম্বারস এর অধ্যায় ৩১, অনুচ্ছেদ ১-১৯; বুক অব এক্সোডাজ অধ্যায় - ৩২, অনুচ্ছেদ ২৭ - ২৮ পড়েন

তবে আপনিও একমত হবেন। তাছাড়া বুক অব লুক, অধ্যায় - ২২, অনুচ্ছেদ ৩৬-এ যীশুখ্রিস্ট নিজের মুখেই বলেছেন, 'তরবারি নিয়ে তোমরা যুদ্ধ কর।'

কিন্তু তখন খ্রিস্টান কাস্টমস অফিসাররা বললো, সেটি আত্মরক্ষার জন্য।

আমি বললাম, আমিও সে জন্য করি। তারা বললো, স্যার, আপনাকে আরেকটি প্রশ্ন করতে পারি? আমি বললাম কোন সমস্যা নেই। তাকে আশ্বস্ত করতে বললাম- এখানে আমি দাওয়াত দিচ্ছি, কোনো সমস্যা নেই, চিন্তা করবেন না। আমি দাঈর কথা বলি, দায়ীরা কখনো সত্যকে ভয় পায় না। সূরা ইসরার ৮১ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'যখন সত্য এসে মিথ্যার সামনে দাঁড়ায় তখন মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে যায়। মিথ্যা তার প্রকৃতিগত কারণেই বিলুপ্ত হয়।'

আপনারা জানেন ৯/১১-এর পরে অভিবাসন নিয়মনীতির অনেক কড়াকড়ি হয়েছে। তবে আমি আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সিংগাপুরে সফর করেছি। আমার কাছে দশ বছরের আমেরিকান ভিসা আছে, ইংল্যান্ডের, ও কানাডার যথাক্রমে ৫ ও ২ বছরের ভিসা আছে। আলহামদুলিল্লাহ, তারপরও আমি স্পষ্ট ভাষাতেই কথা বলি। যদি বক্তৃতা দিতে যাই-বলি সত্য প্রচার করতে এসেছি। পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করেই উত্তর দেই। পবিত্র কুরআন সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে বলেছে–

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُو
لُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

অর্থঃ এসো সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক.....।

অনেকেই হয়তো ভারতের বর্তমান অবস্থা জানেন। এখানে দাওয়াতের কাজটি খুব সহজ নয়। বিশেষ করে আমি যেখানে থাকি সেই মুম্বাই শহরে অবস্থা আরো নাজুক। যে সব স্থানে দাওয়াতের কাজটি সবচেয়ে কঠিন তার মধ্যে একটি হলো মুম্বাই। তবে 'রাখে আল্লাহ মারে কে' মুম্বাইতেও আমি লেকচার দিয়েছি। লেকচার দিয়েছি বেদের ওপর। দিয়েছি ভগবতগীতার ওপর। উপনিষদের ওপর। কিন্তু সেখানে বলার ধরনটি ছিল একটু অন্যরকম। আমি বক্তব্য রেখেছি সহজ ভাষায়। সময় ও বাস্তবতাকে সাক্ষী রেখে। হিকমতের সাথে, সম্মানজনক ভাষায়।

ধর্মগ্রন্থে যুদ্ধ

অনেক ভারতীয় এমন আছে যাদের দৃষ্টিতে মুসলিমরা হচ্ছে সন্ত্রাসী। তারা বলে যে তোমাদের কুরআন যুদ্ধ করার কথা বলে। এটি তাহলে কোন ধরনের ধর্মগ্রন্থ? তাদের কাছে আমার প্রশ্ন– আপনারা কি মহাভারত পড়েছেন? মহাভারত হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর একটি। যদিও আপনারা বলেন যুদ্ধ করা খুবই খারাপ কাজ কিন্তু আপনাদের মাহাভারতেই অনেক বেশি যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। হিন্দুরা হয়তো বলবে, এটা আসলে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের যুদ্ধ। আমি বলি কুরআনেও একই ধরনের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। তাহলে কুরআন নিয়ে সমস্যা নেই। হিন্দুদের যে ধর্ম গ্রন্থটি সবচেয়ে বেশি পড়া হয় সেটি হলো 'ভগবতগীতা'।

আর ২৫টি অধ্যায় নিয়ে রচিত ভগবতগীতা মহাভারতেরই একটি অংশ। এই ভগবতগীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধের উপদেশ দিয়েছেন (ভগবতগীতা, অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ ৪৩-৪৬)। এখানে বলা হয়েছে, অর্জুন যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার অস্ত্র মাটিতে রেখে বললেন, আমি এখানে নিরস্ত্র অবস্থায় মারা যাব কিন্তু আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ করবো না। মহাভারতে আত্মীয়দের মধ্যে যুদ্ধের একটি ঘটনা আছে, পাণ্ডবদের ৫ ভাইয়ের মধ্যে কৌরবদের ১০০ ভাইয়ের যুদ্ধ। কৃষ্ণ তখন অর্জুনকে বললেন যে, অর্জুন নিরস্ত্র অবস্থায় মরতে চায় কিন্তু আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ করে নয়। কৃষ্ণ বলেছেন, 'হে অর্জুন তোমার মনে এমন চিন্তা কীভাবে এলো? কীভাবে তুমি এতোটা শক্তিহীন হলে?" 'তুমি তো স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে না।' (ভাগবত গীতা, অধ্যায় ২ অনুচ্ছেদ ২)।

এভাবেই ভগবতগীতার পুরোটাতেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অর্জুনকে বলছেন, তোমাদের আত্মীয়দের সাথে তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে। বলা হয়েছে 'হে অর্জুন তুমি একজন ক্ষত্রিয়, ধর্মের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করা হচ্ছে তোমার দায়িত্ব। যদি যুদ্ধ না কর তবে পাপ হবে। যদি যুদ্ধ কর তাহলে তুমি স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে। আর সেই ক্ষত্রিয়রাই ভাগ্যবান যারা যুদ্ধ করার সুযোগ পায়।' (ভগবতগীতা অধ্যায়-২, অনু-৩১, ৩৩) ভেবে দেখেন যদি আমি একথা হিন্দুদের বলি যে আপনাদের ঈশ্বর কৃষ্ণ অর্জুনকে বাধ্য করেছেন তার আত্মীয়দের হত্যা করতে, তারা বলবে, এটা ঠিক না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, যদি সত্যের জন্য আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ করতে হয় তবে তুমি যুদ্ধ কর। পবিত্র কুরআনেও একথা এসেছে। সূরা নিসার ১৩৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ
اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۔

অর্থ : হে মুমিনগণ! ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকবে। আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের ও পিতামাতার বিরুদ্ধে যায়, আত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়, হোক সে ধনী বা গরিব। আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর।

এ সম্পর্কে প্রায়ই ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হয়। এক্ষেত্রে সহীহ বুখারীর একটি হাদিস থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়। বুখারী শরীফের ৪র্থ খণ্ড 'জিহাদ' পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৫ নং হাদিসটি উল্লেখ করা হয়। যেমন– 'যদি কোনো মুজাহিদ যুদ্ধ ক্ষেত্রে মারা যায় সে বেহেশতে যাবে। যদি বেঁচে ফিরে আসে তাহলে পৃথিবীর সম্পদ পাবে।' তারা ইসলামের সমালোচনা করে হাদিসের এই উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন– যেমন, ভারতের অরুন শুরী। তাদের আমার প্রশ্ন, আপনারা কি আপনাদের ভগবতগীতা পড়েননি? সেখানে (ভগবতগীতা, অধ্যায়-২, অনু-৩৭) হিন্দুদের মহান ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন "হে অর্জুন যাও যুদ্ধ কর, যদি মারা যাও তাহলে তুমি স্বর্গে যেতে পারবে, যদি ফিরে আস তাহলে যুদ্ধের লুণ্ঠিত অর্থ তুমি পাবে।"

আত্মঘাতী বোমা হামলা

যখন ইংল্যান্ডে ছিলাম, তখন মুসলিমদের নিয়ে অনেক বিরূপ মন্তব্য শুনেছি। যেমন– আত্মঘাতী বোমা হামলার মাধ্যমে নিরীহ লোকদের হত্যা করছে। (ইউনিভার্সিটি অব সিকাগো থেকে প্রকাশিত) রবার্ট পেপ রচিত 'ডাইং টু উইন' বইটিতে এ বক্তব্যের জবাব রয়েছে। রবার্ট পেপ একজন আত্মঘাতী বোমা হামলা বিশেষজ্ঞ। তার মতে আত্মঘাতী সন্ত্রাস আমেরিকাতে এক নম্বর। তিনি লিখেছেন, আত্মঘাতী বোমা হামলা কখনোই ইসলাম ধর্মে ছিল না।

আপনারা যদি ইসলামের ইতিহাস দেখেন, কুরআন হাদিস পড়েন, সেখানে আত্মঘাতী বোমা হামলা খুঁজে পাবেন না। একেবারে প্রথমে যারা আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়েছে তারা হলো 'তামিল টাইগারস'। পরবর্তীতে শুরু করলো মার্কসবাদী আর লেলিনবাদীরা। রবার্ট পেপ লিখেছেন, ইরাকে আমেরিকানরা আসার পূর্বে আত্মঘাতী বোমা হামলা ছিল না।

ইরাকে বোমা হামলা শুরু হয় আমেরিকান আগ্রাসনের পর। এই কথাটি যিনি বলেছেন তিনি একজন অমুসলিম, একজন খ্রিস্টান এবং আমেরিকান। রবার্ট পেপ

আত্মঘাতী বোমা হামলার একজন বিশেষজ্ঞ। আমেরিকান অমুসলিমের লেখা এই বই নিয়ে একটি লেকচার দেয়া যেতে পারে। অর্থাৎ আমাকে জানতে হবে কীভাবে ধর্মকে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই সত্য ধর্মকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে হবে। আমরা জানি, ইংল্যান্ডে আয়ারল্যান্ড সম্পর্কিত সমস্যা বেশ পুরানো। এটিকে বলা যেতে পারে ক্যাথলিক টেরোরিজম। কিন্তু তারা এটিকে ক্যাথলিক টেরোরিজম বলে না কেন? কোনো মুসলিম জড়িত থাকলে এটি ইসলামিক টেরোরিজম অথচ অমুসলিম যদি জড়িত থাকে তাহলে তারা এলাকার নাম বলে। ধর্মের নাম বলে না। কিন্তু কেনো? ঠিক এভাবেই মিডিয়া প্রচার করে এবং ভুল ব্যাখ্যা দেয়। তাই আমাদেরকে জানতে হবে কীভাবে দাওয়াত দিতে হয় এবং কীভাবে আক্রমণকারীর অস্ত্র দিয়েই তাকে মোকাবিলা করতে হয়।

ইসলামের ওপর মিথ্যা আরোপ

ধরুন, ৫০ বছরের একজন আরব লোক ভারতে আসলো এবং ১৬ বছরের একটি মেয়ে বিয়ে করলো। তাহলে এটি খবরের হেড লাইন হিসেবে ছাপা হয়। কিন্তু ৫০ বছরের একজন অমুসলিম যদি ৬ বছরের একটি মেয়েকে ধর্ষণ করে তাহলে এটি ছাপানো হয় ছোট করে। যদিও বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়েই আরব মুসলিম লোকটি বিয়ে সম্পন্ন করেছিল। এখানে মেয়েটিও রাজি আছে এবং তাকে যথাযথ অধিকার দেয়া হয়েছে। তাহলে সমস্যাটি কোথায়? কিন্তু ৫০ বছরের কোনো পুরুষ যদি ৬ বছরের কোনো মেয়েকে ধর্ষণ করে তাহলে ছোট খবর হবে কেনো?

ওকলাহোমা বোম্বিং-এর কথা আমরা জানি। প্রথমে বিষয়টি নিয়ে মিডিয়া 'মধ্যপ্রাচ্য ষড়যন্ত্র', 'মধ্যপ্রাচ্য ষড়যন্ত্র' বলে দিনের পর দিন প্রচার চালাতে থাকলো। কিন্তু যখন জানলো যে, হামলাকারী একজন আমেরিকান সৈনিক তখনই খবরটি হারিয়ে গেল। এরকম আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। এভাবেই মিডিয়া আমাদের নিয়ে খেলা করছে। এখন তারা কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে প্রচার করছে ইসলাম হলো সেই ধর্ম যা প্রসার লাভ করেছে তরবারির জোরে। এ বিষয়ে ডিলেসি গুলেরী তার রচিত 'ইসলাম অন দ্য ক্রস রোড' এর ৮নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন "ইতিহাসে এটি পরিষ্কার যে, হাতে তরবারি নিয়ে মুসলিমদের ইসলাম ধর্মের প্রচার এবং বিভিন্ন দেশ জয় করার এই আজগুবি গল্পটি একটি অসাধারণ মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়, যেটি বারবার ঘটা করে বলা হয়ে থাকে"।

ইতিহাস সাক্ষী আমরা মুসলিমরা স্পেনে ৮০০ বছর রাজত্ব করেছি। কিন্তু কারো ওপর প্রেসার ক্রিয়েট করিনি। আমরা অযাচিতভাবে মানুষকে দাওয়াত দেইনি।

কিন্তু যখন, ক্রুসেডাররা আসলো, স্পেন দখল করলো, তখন মুসলমানরা প্রকাশ্যে আযান দিতে পারেনি। আমরা মুসলিমরা ১৪০০ বছর আরব দেশগুলোতে শাসন করেছি, এর মধ্যে কিছুদিন বৃটিশরা শাসন করেছিল। কিছুদিন করেছিল ফরাসিরা অর্থাৎ এই সময়টি বাদ দিলে গত ১৪০০ বছর আরব দেশ ছিল মুসলিম শাসকদের অধীন। কিন্তু এখনো পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, আরব দেশে প্রায় দেড় কোটি মানুষ 'কপটিক খ্রিস্টান'। 'কপটিক খ্রিস্টান' বলা হয় তাদেরকে যারা বংশগতভাবে খ্রিস্টান। যদি আমরা চাইতাম তাহলে আরবদের সবাইকে তরবারির জোরে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারতাম। কিন্তু আমরা তা করিনি। এই দেড় কোটি কপটিক খ্রিস্টানই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে ইসলাম তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেনি। মুসলমান শাসক মুঘলরা প্রায় হাজার বছর ভারত শাসন করেছিল। কিন্তু বর্তমানে ভারতের প্রায় ৮০% লোক অমুসলিম। আমরা যদি চাইতাম তবে প্রত্যেক ভারতীয়কে তরবারির জোরে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারতাম। কিন্তু আমরা তা করিনি। কারণ ইসলাম আমাদের সেই অনুমতি দেয়নি। ভারতের এই ৮০% লোক সাক্ষ্য দিচ্ছে যে ভারতে ইসলাম তরবারির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেনি। আচ্ছা বলুন তো, কোন্ মুসলিম আর্মি ইন্দোনেশিয়ায় গিয়েছিল যে দেশের মুসলিমদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি? কোন্ তরবারি গিয়েছিল সেখানে? এটি হলো বুদ্ধির তরবারি।

ধর্ম প্রচারের বিষয়ে পবিত্র কুরআনের সূরা নাহল এর ১২৫ আয়াতে বলা হয়েছে–

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.

অর্থ ঃ প্রতিপালকের দিকে মানুষকে আহ্বান করো হিকমত আর সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক কর যুক্তি উপস্থাপন কর সবচেয়ে উত্তম পন্থায়।

পাশ্চাত্যে ইসলাম গ্রহণ

১৯৮৬ সালে রিডার্স ডাইজেস্ট এ্যালবাম এর 'ইয়ার বুক' ছাপা হয়েছিল। ম্যাগাজিনটিতে প্রধান ধর্মগুলোর অনুসারীদের নিয়ে ছাপা হয়েছিল একটি জরিপের ফলাফল। সেখানে ৫০ বছরের হিসাব ছিল (১৯৩৪-১৯৮৪ পর্যন্ত)। ফলাফল অনুযায়ী যে ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হারে বেড়েছিল তা হলো ইসলাম ধর্মের অনুসারী। যার পরিমাণ ছিল ৪৭%। পক্ষান্তরে খ্রিস্টান ধর্মের হার ছিল মাত্র ৩৫%। এখন আমার প্রশ্ন হলো সেই ৫০ বছরের (১৯৩৪-১৯৮৪) মধ্যে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যার কারণে লাখ লাখ মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল? আজকের দিনে ইসলাম ধর্মের প্রসার সবচেয়ে বেশি। আমেরিকাতে যে ধর্মের প্রসার সবচেয়ে বেশি সেটি হলো ইসলাম। ইউরোপে যে ধর্মের প্রসার সবচেয়ে বেশি সেটিও ইসলাম।

তাদের প্রতি আমার প্রশ্ন, কে এই আমেরিকান এবং ইউরোপীয়ানদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করছে? ৯/১১-এর পূর্বে ইসলামের নামে মিডিয়া যে অপবাদ দিত সেটি হলো ইসলাম নারীদের কোনো অধিকার দেয় না। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হলো আমেরিকা এবং ইউরোপে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ হচ্ছে নারী। যদি ইসলাম তাদের অধিকার না দিতো তবে কেনো এই আমেরিকান ও ইউরোপের মহিলারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে? মিডিয়া বলছে ইসলাম নাকি মহিলাদেরকে ছোট করে, তাহলে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে কেনো? কারণ ইসলাম মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিতে পারে। বিশেষ করে নারীদের জন্য। তারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে নিজেদেরকে নিরাপদ বোধ করে। এক্ষেত্রে ইউহান রেডলি-এর কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন তালেবানদের ওপরে গোয়েন্দাগিরি করতে। সেখানে ধরা পড়ে সাত দিন বন্দী ছিলেন। যখন ফিরে এলেন তিনি তখন রীতিমতো মুগ্ধ। অনেকে হয়তো জানেন, তিনি কুরআন পড়ার পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার কাছে যখন জানতে চাওয়া হয়েছিল বন্দী অবস্থায় তালেবানরা তার সাথে কেমন আচরণ করেছিল? জবাবে তিনি বলেছিলেন যে, তারা মেহমানদের মতোই আপ্যায়ন করেছে, তারা যথেষ্ট সম্মান করেছে, ভদ্র ব্যবহার করেছে। তার মনোভাব বদলে গেছে। একজন বৃটিশ রিপোর্টার মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেখার জন্য আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ, তিনিও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ৯/১১-এর পরে আমি যখনই আমেরিকা কিংবা ইউরোপে বক্তৃতা দিতে গিয়েছি, পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি অমুসলিম আমার বক্তৃতা শুনতে এসেছিল।

পবিত্র কুরআনে (সূরা আলে ইমরান এর ৫৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে)

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.

অর্থ : তারা চক্রান্ত করেছিল এবং আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৯/১১-এর পরে মাত্র ৯ মাসের মধ্যে শুধু আমেরিকাতেই ৩৪ হাজার লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। ইউহান রেডলীর রিপোর্ট অনুযায়ী এ সময়ে ২০ হাজার ইউরোপীয়ান ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তারা যতই আক্রমণ

করছে ইসলাম ততই উপরে উঠছে। কিন্তু আমরা কিছুই করছি না। আমাদের কারণে এগুলো হচ্ছে না। দায়িত্বটা আমরা পালন করছি না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনটি আলাদা সূরায় (সূরা সাফ্-আয়াত নং ৯; সূরা তাওবা-আয়াত নং ৩৩; সূরা ফাতহ্ আয়াত নং-২৮) বলা হয়েছে–

هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ۔

অর্থ : আল্লাহ তার রাসূলকে পাঠিয়েছেন পথ নির্দেশক এবং সত্যের দ্বীনসহ যাতে এটি সবক'টি দ্বীনের ওপর বিজয়ী থাকে এবং সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

এই সত্য ও শান্তির ধর্মটি অন্য সকল ধর্মের উপরে থাকবে এবং আল্লাহই এর সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট থাকবেন। হয়তো অমুসলিম ও মুশরিকরা এটি অপছন্দ করবে। ইসলাম অবস্থান করবে অন্যান্য সব ধর্মের উপরে। ইসলাম প্রচারের জন্য আল্লাহ নিজেই যথেষ্ট। এ কাজ সম্পাদনের জন্য তার কাছে আমাদেরকে কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহ নিজেই তার ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তবে তিনি আমাদের দাওয়াত দেয়ার একটি সুযোগ করে দিয়েছেন। এ দায়িত্ব পালনের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। আল্লাহর স্বমহিমার কারণেই ইসলাম টিকে থাকবে। এই সত্যের ধর্ম (দ্বীন-উল-হক্ব), এই শান্তির ধর্ম অবশ্যই টিকে থাকবে। এ প্রসঙ্গে এডাম পিয়ারসন একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছেন, যারা ভয় পায় যে পারমাণবিক বোমা হয়তো আরবদের হাতে চলে যাবে, তারা এটি বুঝতে পারে না যে ইসলামের আসল বোমাটি আসলে অনেক আগেই এই পৃথিবীতে পড়েছে - সেদিন, যেদিন মুহাম্মদ (স) এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন।

মিডিয়ায় প্রতারণা

প্রথমেই প্রিন্ট মিডিয়ার দিকে চোখ ফেরাই। টাইম ম্যাগাজিনে একটি আর্টিকেল ছাপা হয়েছিল। ১৬ এপ্রিল ১৯৭৯ সালে এ নিবন্ধের রচয়িতা ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী। তিনি লিখেছেন "ইসলামের বিপক্ষে গত ১৫০ বছরে ৬০,০০০-এর বেশি বই লেখা হয়েছে (১৮০০-১৯৫০ সালের ভেতরে)। গাণিতিক হিসেবে প্রতিদিন গড়ে একটি করে বই লেখা হয়েছে। প্রতিদিন অনেক বই লেখা হচ্ছে নবী (স) এর বিরুদ্ধে। কিন্তু আমরা মুসলিমরা কী করছি? খ্রিস্টান মিশনারীরা তাদের ধর্মকে প্রচার করছে, তাদের দায়িত্ব পালন করছে। তারা ছাপাচ্ছে বিভিন্ন সাহিত্য। সেগুলো বিলি করছে, ছড়িয়ে দিচ্ছে।

একদিন প্লেনে যাওয়ার সময় আমি এক আরবকে একটি নমুনা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বলুন তো এটি কী? তিনি বললেন, 'আল্লাহ মুহাম্মদ'। কিন্তু যদি একটু ভালো করে দেখেন বুঝতে পারবেন এটি আল্লাহ্ মুহাম্মদ নয়, এটি হলো 'আল্লাহ্ মুহাব্বা।' যার অর্থ হলো 'ঈশ্বরই প্রেম'। এটি বাইবেলের একটি উদ্ধৃতি যা আছে এপিস্টল অব জন এর অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-১৬ এ। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে "যে প্রেম নিয়ে থাকে সে ঈশ্বরের সাথে থাকে। ঈশ্বরও তার মধ্যে থাকেন।" এটি যদি মুসলিমদের দেই তাহলে কী করবে? বেশির ভাগ মুসলমানই এটি চুমু দিয়ে পকেটে রেখে দেবে। যখনই তারা আরবি দেখে সেটি আল্লাহর কালাম মনে করে পকেটে রেখে দেয়।

অনারব বিশেষ করে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ কিংবা অন্যান্য অনারব মুসলিমরা যদি আরবিতে লেখা কিছু দেখে তখন তারাও চুমু খেয়ে তা পকেটে রেখে দেয়। যেন এটি আল্লাহর কালাম। কিন্তু ঘরের মধ্যে সাপ। এমন অনেক পোস্টার আছে যখন তারা পড়ে 'রাব্বানা'। যখন 'রাব্বানা' দেখলেন তারপরে আছে 'আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও' এভাবে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু এটি ছিল আব্বানা, রাব্বানা নয়। এটির ভাবার্থ– আমাদের পিতা হযরত ঈশা (আ) যিনি স্বর্গে থাকেন আর তার রাজ্য এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে। এটি বাইবেলের একটি অনুচ্ছেদ। তারা এগুলো মুসলিমদের মাঝে বিলি করে। আর আমরা কী করি? সুন্দর ছাপা দেখে বাড়ি নিয়ে যাই। আর আমরা মুসলমানরা এভাবেই প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছি। তারা প্রতারণা করে এগুলো আমাদের ঘরে ঢুকাচ্ছে। আমরা অনারব মুসলিমরা যদি আরবি লেখা কিছু দেখি সেটি চুমু খেয়ে পকেটে রেখে দেই। যেন সেটি আল্লাহর কালাম। আসলে ঘরের মধ্যে সাপ।

খ্রিস্টানধর্ম প্রচারকদের প্রতারণা বিষয়ে আমি একটি লেকচার দিয়েছিলাম। এর প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা লেকচার দেয়া যায়। কিন্তু আমি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। যেহেতু আমি অনেক খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক তাই আমি খুব সুন্দর সুন্দর ক্যালেন্ডার পাই। একদিন এক আলেম যিনি আরবি জানেন তিনি আমার বাসায় এলেন। তাকে একটি ক্যালেন্ডার দেখিয়ে বললাম– ক্যালেন্ডারটি কেমন? উত্তরে তিনি বললেন , খুবই সুন্দর ক্যালেন্ডার। এরপর তিনি আরজ করলেন আমি কি এটি বাসায় নিয়ে যেতে পারি? আমি বললাম নিয়ে যান। তিনি এটিকে কয়েক সপ্তাহ রাখলেন। পরে আমি তাকে আবারও সুধালাম ক্যালেন্ডারটি কেমন লেগেছে? তিনি বললেন, জাকির ভাই এটি খুবই সুন্দর। আমি বললাম, এটিকে নিয়ে আসুন। তিনি বললেন কেন? যখন তিনি আসলেন তখন

তাকে বললাম এবার ভালো করে পড়ে দেখেন। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে ক্যালেন্ডারটিতে আরবিতে বাইবেলের কথা লেখা হয়েছে।

অন্যান্য ধর্মের সাথে সাদৃশ্য রেখে খ্রিস্টানরা এখন বাইবেল লিখছে। আর বাইবেল পড়ে দেখেন লেখা আছে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'। তারা কুরআনের আয়াত ধার করে সামান্য বদলে দিয়ে তুলে দিচ্ছে আরবদের কাছে। আরবরাও তা মনে করছে কুরআনের অংশ। কিন্তু সেগুলো আসলে বাইবেল। খ্রিস্টানরা এখন এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করছে। এই উদাহরণটা নমুনা মাত্র। বিস্তারিত নয়। আমার জন্মভূমি ভারত। এখানকার লোক সংখ্যা ১০০ কোটিরও বেশি। নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তাদের মধ্যে ১৬-১৮ কোটি লোক হচ্ছে মুসলিম। সেখানে ইংরেজিতে অনেক ইসলামি ম্যাগাজিন বের হয় দাওয়াতী প্রচারের জন্য। ভারতে এই ম্যাগাজিনগুলোর কত কপি ছাপানো হয়? কতগুলো হবে? ৪০০০, ৫০০০, ৮০০০ কপি? তবে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত ও সর্বাধিক প্রচারিত দাওয়া ম্যাগাজিন 'ইসলামিক ভয়েস' ছাপানো হয় ১৫,০০০। কয়েক বছর পূর্বে আমেরিকাতে গিয়েছিলাম, একটি সারভে করেছিলাম। এখানে সবচেয়ে বেশি প্রচারিত যে দাওয়া ম্যাগাজিনটি বের হয় তার নাম 'ইস্‌মা' বা দি মেসেজ। এটি ছাপানো হয় ৫০,০০০ কপি।

খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার ও ব্যয়

'জেহবাজ উইননেসেস্' নামে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের একটি সংগঠন আছে। এরা মূলধারার খ্রিস্টানদের থেকে একটু আলাদা। 'ওয়াচ টাওয়ার' নামে তারা একটি ম্যাগাজিন ছাপায়। আমরা তা ছাপানো তো দূরের কথা কল্পনাও করতে পারি না। এটি তারা মাসে দুইবার ছাপায়। মাসে একবার নয়। প্রতি মাসে দুইবার। প্রতিবার তারা ২ কোটি ৮ লক্ষ ৩০ হাজার কপি ছাপায়। দুই কোটির বেশি ছাপানো হয় ১৩০টি ভাষায়। অর্থাৎ প্রত্যেক মাসে ৪ কোটিরও বেশি ম্যাগাজিন ছাপানো হয়। আপনার কাছে এটি বিস্ময়কর মনে হতে পারে। কিন্তু এটাই বাস্তব।

ঐ খ্রিস্টানদের অন্য একটি ম্যাগাজিন 'অ্যাওয়েক'। এটি প্রতিবারে ছাপা হয় ১ কোটি ৬০ লক্ষ কপি। মাসে দু'বার ছাপানো হয়। অর্থাৎ মাসে ৩ কোটিরও বেশি ছাপানো হয়। তারা এগুলো চার রঙে ছাপায় এবং বিনা মূল্যে বিলি করে। আমরা মুসলিমরা তো ছাপানোর কথা চিন্তাও করতে পারি না। যদিও চিন্তার জন্য কোনো টাকা পয়সা খরচ হয় না। অথচ তারা প্রতিমাসে ৪ কোটি ম্যাগাজিন ছাপায় এবং সেগুলো বিনা পয়সায় বিলি করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামান্য মূল্য নেয়।

যেমন– ভারতে দুই রুপি। 'ওয়াচ টাওয়ার' বের হয় ১৩০টি ভাষায় এবং এ্যাওয়েক ৮০টি ভাষায়। এভাবেই তারা ধর্মের প্রচার করে। তবে ম্যাগাজিন প্রকাশের পাশাপাশি বক্তৃতা দেয়ার মাধ্যমেও ধর্মের প্রচার করা যায়। যেমন ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আমরা মুম্বাইতে লেকচারের ব্যবস্থা করি। এখানে আমি একটি লেকচার দিয়েছিলাম সেটি ছিল আহযাদ ময়দানে এবং এই অনুষ্ঠানটি তুলনামূলকভাবে খুব ভালো হয়েছিল।

অনেক মানুষ মুম্বাইতে বসবাস করে, কিন্তু এখানে লোকজন জড়ো করাটা খুব কঠিন। যদি ইংরেজিতে লেকচার শোনার জন্য ২০০ লোক জড়ো করা যায় তবে সেটাও একটা সফলতা। কেননা মুম্বাই খুব ব্যস্ত শহর। লোকজনের হাতে এতো সময় নেই। তবে আমার কথা হলো, এই লেকচারেও প্রেসের তথ্য অনুযায়ী দুই লক্ষ লোক এসেছিল। তবে আমাদের মতে আমরা জানি যে, ২০ হাজারের মতো লোক এসেছিল। আমি জানি প্রেস একটু বাড়িয়েই বলে। কারণ আমরাই লেকচারটির আয়োজন করেছিলাম। আমার লেকচারের বিষয় ছিল হিন্দুত্ববাদ এবং ইসলামের মধ্যে সাদৃশ্য। অনুষ্ঠানটি ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল। প্রায় ২০,০০০ লোক উপস্থিত হয়েছিল। ৯টি বড় ক্যামেরা উপস্থিত ছিল। বেশ প্রফেশনালভাবেই করেছিলাম।

অনেক মুসলিমই বলেছিলেন, এরা নিশ্চয়ই অনেক টাকা খরচ করেছে। অনেকে বলেছে যে ৯-১০ লক্ষ টাকাতো হবেই। প্রায় ১০ লক্ষ টাকাই খরচ করে ফেলেছে। অর্থৎ ৮০,০০০ দিরহামের মতো প্রায়। অনেকের মতে। কমপক্ষে ২০,০০০ ডলার খরচ করেছি। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি কত টাকা খরচ করেছি। আমাদের খরচ হয়েছে ২৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। এর বেশি নয়। লোকেরা যা ভেবেছে তার তিন গুণ খরচ করেছি। ৬০,০০০ ডলার খরচ করেছি আমরা। প্রায় আড়াই লক্ষ দিরহাম। আমার লেকচারের প্রায় দুই সপ্তাহ পরেই বেনহীন নামক এক খ্রিস্টান সেখানে লেকচার দিয়েছিলেন। উপস্থিত শ্রোতাদের দেখা গেল অনুষ্ঠানে ৮-১০ হাজার মানুষের মধ্যে মাত্র কয়েকজন তাকে চেনেন। কিন্তু খুব জনপ্রিয়। মুম্বাইতে আসার পূর্বে আমিও তাকে চিনতাম না। আমার লেকচারের দুই সপ্তাহ পরে তিনি এখানে তিনটি লেকচার দিয়েছিলেন। তিন ঘণ্টা করে। শুক্র, শনি এবং রোববার দিন। কিন্তু কত খরচ হয়েছে জানেন কি? মাত্র নয় (৯) ঘণ্টার এ অনুষ্ঠানে খরচ হয়েছিল ৫০ লক্ষ ডলার। উপস্থিত হয়েছিল বড় জোর এক লক্ষ মানুষ। অথচ প্রেস বলেছে ২০ লাখেরও বেশি লোক উপস্থিত হয়েছিল অনুষ্ঠানটিতে।

সন্দেহ নেই যে, মুম্বাইর মতো ব্যস্ত শহরে ১ লাখ লোক জড়ো করা খুবই কঠিন। যাদের অর্ধেকেরও বেশি খ্রিস্টান নয়। আমিও সেখানে গিয়েছিলাম। আমেরিকা থেকে ৯টি ক্যামেরা আনা হয়েছিল। অনুষ্ঠান সফল করতে আমেরিকা থেকে অতিথিরা এক মাস পূর্বেই মুম্বাই শহরে এসেছিল। সেখানে ১ মাস যাবত ফাইভ স্টার হোটেলে ছিল। এরা ছিল শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান। সাউন্ড সিস্টেম ঠিক করার জন্য ৩ দিন পূর্বে এসেছিলেন টেকনিক্যাল এক্সপার্টগণ, ৩২টির মতো স্ক্রীন ছিল। আমাদের অনুষ্ঠানে ৫০০ স্বেচ্ছাসেবক ছিল বলে আমরা মহা খুশি ছিলাম। কিন্তু তাদের ছিল ৭,০০০ স্বেচ্ছাসেবক। ভারতে খ্রিস্টানদের সংখ্যা ৩% এর কম হবে। ২০ কোটিরও বেশি রুপি খরচ করেছে। একটু ভেবে দেখুন, তারা প্লেনে করে এসেছে মাত্র ১টি অনুষ্ঠানের জন্য। ৩ ঘণ্টা করে ৩টি লেকচার দিয়ে তারা সবাই চলে যায়।

এসব খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানের বাজেট সম্পর্কে আপনারা যদি জানেন তাহলে অবাক হবেন। একেকটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিদিন তাদের গড় বাজেট ১০ লক্ষ ডলারের উপরে। খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারক জিমি সোয়াগার্ড একবার আহমেদ দিদাতের সাথে বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি ধর্ম প্রচারের জন্য প্রতি বছর কোটি ডলারেরও বেশি খরচ করতেন। অর্থাৎ প্রতিদিন ১০ লক্ষ ডলারেরও বেশি। আমার জানামতে এমন কোনো ইসলামি দাওয়া প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে দাওয়াত প্রচারের জন্য অন্ততপক্ষে ১০% বাজেট আছে। আমি অনেক দেশ ঘুরে বেড়াই। কিন্তু এমন দাওয়াতি প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাইনি। খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রফেশনালিজম আছে। মিশনারিদের সবাই ট্রেনিংপ্রাপ্ত। কিন্তু এমন ইসলামি দাওয়া প্রতিষ্ঠান কমই আছে যারা দাওয়ার ওপর ট্রেনিং দিয়ে থাকে।

ধর্ম প্রচারের মাধ্যম

বিভিন্ন গবেষণা রিপোর্ট অনুযায়ী জনসভায় স্টেজে প্রদত্ত লেকচারের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব মাত্র ৭%। বাকি ৯৩ % সফলতাই উপস্থাপন কৌশলের। লেকচারে কেমন করে কথা বলবেন, দর্শকদের দিকে কীভাবে তাকাবেন ইত্যাদি এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি আমার সামনে কোন 'পডিয়াম' বা ডায়াস রাখি না। যদিও আমি যথেষ্ট মোটাসোটা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নই। তারপরও আমি আমার সামনে কিছু রাখি না, কারণ আপনারা যেন আমার শারীরিক ভাষা দেখেন। আমার শরীরও কথা বলে। মুম্বাইতে ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনে আমরা মুসলিমদের ট্রেনিং দিয়ে থাকি কীভাবে ইসলামের বাণী প্রচার করতে হবে। আমরা শুধু

ভারতীয়দেরই ট্রেনিং দেই না, বিদেশীদেরও দিয়ে থাকি। আমেরিকা, বৃটেন, সিংগাপুর, আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব ইত্যাদি দেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা বিশেষজ্ঞরাও এখান থেকে ট্রেনিং নিয়েছেন। আমরা তাদের ট্রেনিং দিয়েছি কীভাবে ইসলামের বাণী প্রচার করতে হবে। একজন দাঈ অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধ করতে পারে কীভাবে?

প্রগ্রামে যদি সাউন্ড সিস্টেম ভালো না হয় তবে লড়াই করবো কীভাবে? আর এটাইতো আমার অস্ত্র। বিভিন্ন ইসলামি প্রতিষ্ঠান আমাকে আমন্ত্রণ করে পাঁচতারা হোটেলে রাখে। অথচ তাদের সাউন্ড সিস্টেম নিম্নমানের। তাই যখন কেউ আমাকে আমন্ত্রণ জানায় আমি তখন তাদের বলি সাউন্ড সিস্টেম ভালো হতে হবে। আমার কোন পাঁচতারা হোটেলের প্রয়োজন নেই। আমি একজন দাঈ, প্রয়োজনে মেঝেতে ঘুমোব, তবে আমাকে ভালো সাউন্ড সিস্টেম দিন, কারণ খরচ তো খুব বেশি না। আসলেই অনেক কম, তারা ভালো একটি সাউন্ড সিস্টেমের গুরুত্ব বোঝে না কিন্তু রাখে পাঁচতারা হোটেলে।

আজ আমাদের মুসলমানদের একই কাজটি করা উচিত। কাজটি কী? মিডিয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানদের ট্রেনিং নেয়া। এখানে বিশেষত্ব অর্জন করতে হবে। লেকচার দেয়া এক ধরনের বিশেষত্ব। একইভাবে সাউন্ড মিডিয়ার আরেক ধরনের বিশেষত্ব এবং ভিডিও মিডিয়ার জন্য আলাদা আলাদা বিশেষত্ব রয়েছে। আমাদের বিশেষত্ব অর্জন করতে হবে। এখনকার দিনে আমাদের রেডিও স্টেশন আছে। কিন্তু কতজন মুসলিম তাদের দায়িত্ব পালন করছে? এখনকার দিনে কম্পিউটার আছে, ইন্টারনেট আছে। আমাদেরকে এগুলো কাজে লাগাতে হবে। ইন্টারনেটের প্রথম দিকে ইসলামের পক্ষে যত কথা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল ইসলামের বিপক্ষে। কিন্তু এখন মুসলিমরাও তাদের মতামত ইন্টারনেটে প্রকাশ করছে। 'আল্‌হামদুলিল্লাহ'। তবে খ্রিস্টানরাও পাল্টা জবাব দেয়।

অনেক সাইট আছে ইন্টারনেটে। কিন্তু নাম প্রকাশ করে তাদের আমি জনপ্রিয় করতে চাই না। কিছু সাইট দেখে মনে করবেন সেগুলো ইসলামিক সাইট। সে সমস্ত সাইটে ঢুকে দেখবেন সেখানেও ঘরের ভেতর সাপ। তারা যে ম্যাগাজিনগুলো ছাপায়– ভারতে এর একটির নাম 'দারুন নিজাত।' আরবি নাম! এই প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্টকে বলে সুলতান আর এই সুলতান হচ্ছেন পোপ জন পল। অনুরূপভাবে 'নিদায়ে উম্মাহ'ও একটি খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান। নাম দেখে ভুলবেন না। এই সমস্ত সাইটগুলোর নাম আর আমি বলতে চাই না। কেননা এগুলোর নাম শুনে আপনারা সেখানে ঢুকবেন এবং ভুল জিনিসগুলো শিখবেন। তারা সেখানে

এমন সব কথা বলে যেগুলো দেখে সাধারণ মানুষ ইসলাম সম্পর্কে ভুল বুঝবে। তারা নির্দিষ্ট কিছু আয়াত বেছে নিয়ে পবিত্র কুরআনের সমালোচনা করে থাকে।

পর্যালোচনা করলে দেখবেন, এই মিডিয়া একই সাথে ভালো এবং মন্দ দুটিই। এটি একই সাথে পজেটিভ এবং নেগেটিভ। যেমন একটি ছুরি। এটি দিয়ে ভালো কাজও করা যায় এবং অনেক অনেক খারাপ কাজও করা যায়। একইভাবে কিছু সুবিধাও আছে, আবার অসুবিধাও আছে। মিডিয়ার কিছু নেগেটিভ এবং কিছু পজেটিভ দিকও আছে। সেখানে ভালো জিনিসও আছে মন্দ জিনিসও আছে। এখন আমাদের বর্তমান প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান ব্যবহার করে মিডিয়াকে ব্যবহার করবো ভালো কাজের জন্য। যদিও বর্তমানে বেশির ভাগ মিডিয়াই ভালোকাজের জন্য ব্যবহার করা হয় না। এ কারণেই অধিকাংশ আলেম এবং শায়েখ মিডিয়া থেকে সবাইকে দূরে থাকার জন্য মত প্রকাশ করেন। আমিও তাদের সাথে একমত। আমিও তাদের পক্ষে; বিপক্ষে নই। কারণ স্যাটেলাইট টিভির মাধ্যমে আপনাদের ঘরে যা ঢুকছে তাদের বেশির ভাগই ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।

বর্তমানে সবচেয়ে প্রভাবশালী মিডিয়া হলো টেলিভিশন মিডিয়া। পরিসংখ্যানে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বর্তমানে পৃথিবীতে ২০,০০০ টিভি স্টেশন আছে। পৃথিবীর প্রায় ৮০% বা ৫ শত কোটি মানুষ বর্তমানে টেলিভিশন দর্শক। এই মিডিয়াগুলোর পিছনে বর্তমানে বাজেট কতো তা জেনে অনেকেই অবাক হবেন। এই খাতে বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ডলার। বিনিয়োগকারীরা এর থেকে অর্জন করছেন বিপুল অংকের মুনাফা। এর বেশির ভাগই অর্থাৎ ৯৮% থেকে ৯৯% এরও বেশি হচ্ছে হারাম। অশ্লীলতা এবং ভুল তথ্য দিয়ে সত্য থেকে দূরে নিয়েই চলছে এ মিডিয়া বাণিজ্য।

এখানে আমাদের এই মিডিয়াকে ব্যবহার করেই সমুচিত জবাব দিতে হবে। খ্রিস্টানদের ৫০টি থেকে ১০০টি চ্যানেল আছে। খোদ আমেরিকাতেই আছে। তাদের মধ্যে ৮৩টি চ্যানেল হচ্ছে ধর্মীয় চ্যানেল। চ্যানেলগুলোর বেশিরভাগই খ্রিস্টান ধর্মীয় মত ও বিশ্বাস প্রচারে ব্যবহৃত হয়। পুরো পৃথিবীতে শতশত চ্যানেল আছে। এছাড়াও হিন্দু, জৈন ধর্মাবলম্বীদেরও বেশ কিছু চ্যানেল রয়েছে। কিন্তু মুসলিমদের কয়টি আছে? ভারতে অনেক চ্যানেল আছে, হিন্দু চ্যানেল ও খ্রিস্টান চ্যানেল আছে। ভারতে খ্রিস্টান চ্যানেল আছে একেবারে স্থানীয় এলাকার ভাষায়। ইংরেজিতে অনেক খ্রিস্টান চ্যানেল আছে এবং এখানে দক্ষিণ ভারতের চ্যানেল রয়েছে যার দর্শক অল্প কিছু মানুষ।

এই চ্যানেলটি পৃথিবীতে মিশনারিজ প্রগ্রামের জন্য খ্রিস্টান চ্যানেল আছে কয়েক শত। তাদের মধ্যে 'গড টিভি' হলো অন্যতম। অনেকেই হয়তো গড টিভির নাম শুনেছেন। গড টিভির সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৯৫ সালে। প্রতিষ্ঠাতা একজন বৃটিশ নাগরিক। কিন্তু সম্প্রচারিত হয় ইসরাঈল থেকে। বর্তমানে এই চ্যানেলটি ১৫টি স্যাটেলাইট থেকে সম্প্রচারিত হচ্ছে। পৃথিবীর ২০০টিরও বেশি দেশে ২৭৫ মিলিয়ন অর্থাৎ ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ এই গড টিভির আওতায় আছে। ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ দর্শক তাদের হাতের মধ্যে। তারা মোট ১৫টি স্যাটেলাইট ভাড়া করেছে ২০০টি দেশে। গড টিভি একটিই। কিন্তু অঞ্চলভেদে আলাদা। যেমন– এশিয়াতে একরকম, ইউরোপে আরেক রকম। আমেরিকাতে অন্যরকম, ভারতে আরেক রকম। বিশেষভাবে তৈরি। যেমন ধরুন বিবিসি। বিবিসি ওয়ার্ল্ড একরকম, বিবিসি এশিয়া আরেক রকম। বিবিসি ইউরোপ আলাদা। কিন্তু কেন? যদিও চ্যানেলগুলোর ৯০% এর মতো অনুষ্ঠান প্রায় একই।

এসব টিভি এখানে আসলে প্রাইম টাইমের সুযোগ নিয়ে থাকে। ইংল্যান্ডের প্রাইম টাইম এবং আরব আমিরাতের প্রাইম টাইম এক নয়। মুম্বাইর প্রাইম টাইমও আলাদা। এভাবেই তারা একেক দেশের প্রাইম টাইমগুলো কাজে লাগায় এবং এজন্য অন্যান্য স্যাটেলাইট ভাড়া করে। খ্রিস্টান মিশনারী চ্যানেলগুলোর মধ্যে গড টিভি অন্যতম এবং এটি খুবই জনপ্রিয়। এরকম আরো কয়েকশ খ্রিস্টান চ্যানেল আছে। কিন্তু ইসলামি টিভি কয়টি আছে? আমার জানামতে অনেকেই অর্থাৎ অনেক মুসলিমই বিনোদন চ্যানেলের মালিক। তবে এরা ৫টি ১০টির মালিক। আমি তাদের নাম উল্লেখ না করলেও আপনারা তা জানেন। অর্থাৎ তাদের পরিচালিত বিনোদনধর্মী অনেক চ্যানেল আছে। কিন্তু দাওয়াতি কাজ পরিচালনার জন্য কয়টি ইসলামিক চ্যানেল আছে? কাদিয়ানীদের মাধ্যমে প্রথম যে চ্যানেলটি প্রতিষ্ঠিত হয় সেটি হলো এমটিভিএ অর্থাৎ মুসলিম টিভি আহমাদিয়া। তবে এরা মুসলিম নয়। বর্তমানে এটি দুবাইতেও সম্প্রচারিত হচ্ছে।

সাধারণ মানুষ মুসলিম টিভি আহমাদিয়া দেখে ভাববে যে, এটি মুসলিম চ্যানেল। নামটি মুসলিম কিন্তু তারা প্রকৃত অর্থে প্রথাসিদ্ধ মুসলিম নয়। তবে বিগত ১৯৯৭ সালে আরবি ভাষায় প্রথম মুসলিম চ্যানেল 'ইকরা টিভি'র সম্প্রচার শুরু হয়। তারপর আসে 'ফজর' টিভি। কিন্তু যথারীতি এই সকল চ্যানেলগুলো প্রচারিত হয় আরবি ভাষায়। পুরো পৃথিবীর মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশ্যে নয়। তাদের লক্ষ্যস্থল হলো মধ্যপ্রাচ্য। এই চ্যানেলগুলো ইসলামি চ্যানেল কিন্তু 'দাওয়াহ' চ্যানেল নয়।

তারা মুসলিমদের জন্য অনুষ্ঠান প্রচার করছে। অথচ অমুসলিমদের জন্য প্রচার করছে না। আরো কিছু চ্যানেল আছে যেগুলো ধর্মীয় এবং শুধু ইউরোপীয়দের জন্য।

আমাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দিনরাত ২৪ ঘণ্টার একটি দাওয়াহ চ্যানেল স্থাপন করতে হবে। এ চ্যানেলগুলো ইসলামিক অনুষ্ঠান প্রচার করবে এবং অন্যান্য মিডিয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচারিত ভুলগুলো দূর করবে। আমি যখন 'হলি কুরআন অ্যাওয়ার্ড' গ্রহণের জন্য দুবাই গিয়েছিলাম তখন দুবাইয়ের দৈনিক 'খালিজ টাইমস'- এ হেড লাইন হয়েছিল ডা. জাকির নায়েক ইসলামি টিভি চালুর আহ্বান জানিয়েছেন। লেকচার দিয়েছিলাম আলবুমে। আলোচনাটি মিডিয়া বিষয়ক ছিল না। কিন্তু প্রশ্নোত্তর পর্বে বলেছিলাম, মুসলিমদের জন্য প্রয়োজন এখন একটি ২৪ ঘণ্টার দাওয়াহ চ্যানেল। যেটি হবে ইংরেজি ভাষায়। কারণ ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা! যে বাজারে ইসলামিক নিউজ পেপার আছে সেগুলো ছাপা হয় উর্দু ভাষায়। কিন্তু এগুলো পড়ে শুধু ভারত কিংবা পাকিস্তানের মুসলিমরা। আরবি ভাষায় খবরের কাগজ আছে যেগুলো পড়ে শুধু আরবরা। আমি এমন বলছি না যে এটি ভুল। তবে আমাদের এখন প্রয়োজন দাওয়ার জন্য খবরের কাগজ, দাওয়ার জন্য টিভি চ্যানেল।

আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সবাই এই দর্শনে বিশ্বাস করি। সামনে যত কাজই থাকুক অপেক্ষা করবেন না যদি খরচ একটু বেশিও হয়। আপনার ছোট একটি প্রতিষ্ঠান। খরচ যদিও বেশি হয় আল্লাহ আপনাকে যা দিয়েছেন তাই দিয়ে শুরু করুন, যদি আপনার কাছে মাত্র এক হাজার দিনার কিংবা এক হাজার রিয়াল থাকে, তাই দিয়েই শুরু করুন, ইনশাআল্লাহ আপনি সফল হবেন। ১৯৯৭ সালে মুসলিমরা স্যাটেলাইট সম্প্রচার শুরু করেছিল। আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে আমরাও চেষ্টা করছি ইতোমধ্যে ৬টি আন্তর্জাতিক চ্যানেল প্রতিদিন অন্তত আধা ঘণ্টা থেকে ২ ঘণ্টার অনুষ্ঠান প্রচার করছে। অনুষ্ঠানগুলো শুধু মুসলিমদের জন্য নয়, যেমন– ইকরা টিভি, কিউ টিভি, পিস টিভি এ আর ওয়াই, ডিজিটাল ইসলামিক চ্যানেল প্রভৃতি।

আমি কয়েক বছর পূর্বে আলবুমে বলেছিলাম যে আমাদের ইসলামি দাওয়া চ্যানেল প্রয়োজন। আজ আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে আমরা একটি দাওয়া চ্যানেল স্থাপনে সক্ষম হয়েছি। চ্যানেলটির নাম দিয়েছি পিস টিভি। আমাদের বাজেট খ্রিস্টানদের মতো এতো বেশি নয়। আমাদের এত বেশি টাকা নেই। আমরা ক্ষুদ্র, আমরা ক্ষুদ্র মানুষ, আমাদের যা আছে তাই নিয়েই শুরু করেছি। মিডিয়া যেখানে

যুদ্ধ করছে ইসলামের সাথে। কিন্তু আমরা শান্তি চাই মানবতার জন্য। 'পিস' এর আরবি হলো 'সালাম' আরো একটি হলো 'ইসলাম' এবং ইনশাআল্লাহ এটি সম্পূর্ণ ইসলামিক দাওয়া চ্যানেল। এটি সম্প্রচার হয়েছে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং আমাদের এশিয়াতে এবং আমেরিকাতেও। আশা রাখি পুরো পৃথিবীকে আমাদের আওতার মধ্যে আনবো 'ইনশাআল্লাহ'। এটি প্রধানত ইংরেজি স্যাটেলাইট চ্যানেল। যে সময়টি ইউরোপ বা ইংরেজি দেশের প্রাইম টাইম নয়, ভারত এবং পাকিস্তানের প্রাইম টাইম, তখন আমাদের অনুষ্ঠানগুলো প্রচারিত হয় হিন্দি এবং উর্দুতে। এসব অঞ্চলের অমুসলিমদের আমরা অনুষ্ঠানগুলো দেখাতে চাই। আর এ কারণেই 'পিস টিভি'র ২৫% অনুষ্ঠান হয় হিন্দি আর উর্দুতে এবং বাকি অর্থাৎ ৭৫% হয় ইংরেজিতে।

অমুসলিমদের জন্যও আমরা ব্যবহার করছি সিনেমার গানের চ্যানেল যেমন– ইটিসি। যেখানে ২৪ ঘণ্টা সিনেমার গান প্রচার করা হয়, যা হারাম। অন্তত আধা ঘণ্টার জন্য তা হালাল হচ্ছে। তারা দেখছে একজন লোক জোকারের মতো লোক। মাথায় টুপি, পরনে কোর্ট, টাই। আর অন্য একজন প্রশ্ন করছে, ইসলাম কেনো একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়? তারা ভাবে যে খুব মজা হবে। কিন্তু যখন উত্তর শুনে তখন তারা মেনে নেয়। তাই আমরা অনুষ্ঠানগুলোকে বিনামূল্যে সরবরাহ করি। কারণ আমরা যদি বলি এই অনুষ্ঠানগুলো করতে আমাদের কয়েক হাজার ডলার খরচ হয়েছে, যদি আমরা এগুলোর জন্য অর্থ গ্রহণ করি, তবে এরা হয়তো একটি মাত্র অনুষ্ঠান দেখবে। তাই আমরা এগুলো বিনা পয়সায় দিয়ে থাকি। আর মাশাআল্লাহ অনেক চ্যানেল এগুলো প্রতিদিন দেখায়। কারণ এগুলো বিনামূল্যে দিচ্ছি। তবে আমরা আখিরাতে পুরস্কার পাব 'ইনশাআল্লাহ'।

'পিস' টিভির মাধ্যমে আমাদের শান্তির ধর্মকে পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে পৌছে দিতে চাই। মুসলিমদের জানাতে চাই যে কীভাবে হিকমতের সাথে পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে আনতে হয়।

সানিয়া মির্জা বিতর্ক

শেষ করার পূর্বে আমি একটি উদাহরণ দিতে চাই। আপনারা অনেকেই হয়তো সানিয়া মির্জার নাম শুনেছেন। সানিয়া মির্জাকে চেনেন কারণ মিডিয়া তাকে চিনিয়েছে। এই মিডিয়াই তাকে দিয়েছে পরিচিতি। এর কারণটি জানেন? কারণটি হলো সে একজন মুসলিম। তবে শুধু মুসলমান হওয়ার জন্য নয়। মুসলমান হয়ে সে পোশাক পরেছে স্কার্ট এবং শর্টস। ২০০৫ সালে টাইম ম্যাগাজিনে সম্ভবত

সেপ্টেম্বরের শেষ অথবা প্রথম সপ্তাহে প্রচ্ছদে তার ছবি ছাপা হয়েছিল। সে স্কার্ট এবং শর্টস পরে টেনিস খেলছে কেন? কারণ আমরা সবাই জানি। তখন মিডিয়া একটি নতুন খবর প্রচার করেছিল, সানিয়া মির্জা যে পোশাক পরে ছোট স্কার্ট সেটি হারাম। এটি নিষিদ্ধ। তখন এটিকে নিয়ে সব দিকে হইচই পড়ে গেল। মিডিয়ার লোকেরা আলেমদের কাছে গেল। জানতে চাইল সানিয়া মির্জা যে পোশাক পরে তা ঠিক না ভুল। তখন তারা বললো, এটি হারাম-হারাম-হারাম। তখন খবরটি ছড়িয়ে পড়লো। মিডিয়া ঠিক এই কাজটিই করে। তথ্য যোগাড় করার পর যেভাবে তারা প্রচার করে তখন তা অমুসলিমরা ভাববে এটা আবার কোন ধরনের ধর্ম। একজন মহিলা খেলাধুলা করছে আর ধর্ম তাতে বাধা দিচ্ছে? ইসলাম ধর্মের নিয়ম-কানুন আমরা বদলাতে পারবো না। কারণ যেটি ভুল সেটি ভুলই। কিন্তু কীভাবে উপস্থাপন করবেন সেটিই আসল কথা। আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা নাহালের ১২৫ আয়াতে উল্লেখ করেছেন–

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.

অর্থ : তোমরা প্রতিপালকের পথের দিকে মানুষকে আহ্বান করো হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করো এবং যুক্তি উপস্থাপন কর সবচেয়ে উত্তম পন্থায়।

সাধারণত আমি মিডিয়ার সামনে কথা বলি না। তার কারণটি আমি পরে বলছি। মুম্বাইতে আমরা প্রতি সপ্তাহে লেকচারের আয়োজন করি। সেখানে প্রশ্নোত্তর পর্বও থাকে। এমন একটি লেকচারে কয়েকশ' মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে একজন আমাকে সানিয়া মির্জার পোশাক নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। এ প্রশ্নের উত্তরের পূর্বে আমাদের প্রথমেই জানতে হবে মিডিয়াগুলো কেন এই প্রশ্নটি উপস্থাপন করেছে। সানিয়া মির্জা তো র‍্যাংকিং-এ ৩৪-এ অবস্থান করছে। সেরেনা উইলিয়ামের ব্যাপারে আপনারা কেন এই প্রশ্নটি একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজককে করছেন না? ১ নম্বর র‍্যাকিং এর অধিকারী সেরেনা উইলিয়ামের ব্যাপারে মুসলমান আলেমের মতো প্রশ্ন করছেন না কেন? সেরেনা উইলিয়াম যে পোশাকটি পরে তা ঠিক না ভুল? আপনারা তাদের কাছে প্রশ্ন করুন। ভ্যাটিকান সিটির পোপের কাছে প্রশ্ন করুন? সেরেনা উইলিয়ামস কিংবা সানিয়া মির্জার পূর্বে যারা অবস্থান করছে তাদের অধিকাংশই হচ্ছে খ্রিস্টান। আপনারা খ্রিস্টান ধর্মযাজক এবং পোপের কাছে প্রশ্ন করুন যে তাদের পোশাক ঠিক কিনা?

আপনারা যদি বাইবেল পড়েন তাহলে দেখবেন বুক অব ডিওটরনমী এর ২২ তম অধ্যায়ের ৫ম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– "মহিলারা এমন পোশাক পরবে না যা পুরুষের মতো এবং পুরুষরাও মহিলাদের পোশাক পরবে না। যারা এমনটি করবে তারা প্রভুর ঘৃণার পাত্র হবে।" ফার্স্ট টিমোথি-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম অনুচ্ছেদে বলা আছে যে, "মহিলারা পোশাক পরবে শালীনতার সাথে, সংযমের সাথে, তারা কোনো রকম অলংকৃত চুল পরবে না। অথবা স্বর্ণ মুক্তা কিংবা দামি পোশাক পরবে না"। বাইবেলের নির্দেশনা অনুযায়ী একজন খ্রিস্টান মহিলারও শরীর ঢেকে রাখা উচিত। খ্রিস্টান 'নানদের' ঠিক সেভাবেই আপনারা দেখে থাকবেন। আপনারা নানদের কেমন দেখেছেন? তাদেরকে মুসলিম মহিলাদের মতোই দেখায়। কখনো যদি মাদার মেরির ছবি দেখে থাকেন, (আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুক) তার শরীর ও মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা। শুধু মুখ এবং হাতের কব্জি পর্যন্ত খোলা।

আপনারা এখন একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক কিংবা পোপকে জিজ্ঞেস করুন, একজন নান যদি হিজাব ছেড়ে দিয়ে মিনি স্কার্ট পরে তখন তিনি কোন্ ফতোয়া দেবেন? তিনি তখন কী বলবেন? আমাদের ধর্মে প্রত্যেক মুসলিম নারীই ধার্মিক, খ্রিস্টানদের ধর্মে নানরা যেমন ধার্মিক। তারা সবাই শালীন। মিডিয়াকে ঠিক এভাবেই উত্তর দিতে হবে। এ বিষয়ে বেশির ভাগ ওলামা এবং শায়েখরাই বলেছেন এটি ভুল এবং কেউ কেউ তখনি ফতোয়া জারি করে দিলেন। কিন্তু তথাকথিত কিছু আধুনিক মুসলিম তারা কী বলেছিল? তারা বলেছিল যে খেলাধুলার মধ্যে ইসলাম নাক গলাচ্ছে কেন? একজন মুসলিম রাজনীতিবিদ বলেছেন, এই ওলামা এবং শায়খরা চুপ থাকলেই ভালো, যেহেতু তারা খেলাধুলা সম্পর্কে কিছু জানেন না। কিন্তু আমি এ ধরনের রাজনীতিবিদকে বলছি, আপনারা চুপ থাকুন। আপনি ইসলাম সম্পর্কে স্পষ্ট জানেন না। একজন হিন্দু রাজনীতিবিদ বলেছেন, "সানিয়া মির্জা আমাদের দেশের গর্ব"। সে দেশদ্রোহী যে লোক সানিয়া মির্জার বিরুদ্ধে কথা বলে, সে দেশকে ভালোবাসে না।" তিনি সরাসরি বলে ফেললেন যে সে দেশকে ভালবাসে না। কিন্তু আমি বলেছিলাম, যে লোক সানিয়া মির্জার পোশাকের সমর্থন করছে সে 'বেদ' এর বিরুদ্ধে বলছে। কেননা হিন্দুদের 'বেদ' বলছে (ঋগবেদ গ্রন্থ নং ১০, অনুচ্ছেদ- ৮৫, পরিচ্ছেদ-৩০) 'মহিলারা পুরুষদের মতো পোশাক পরবে না এবং পুরুষরাও তাদের স্ত্রীর পোশাক পরবে না।' ঋগবেদে (গ্রন্থ নং-৮, অনু-৩৩, পরিচ্ছেদ-১৯) বলা হয়েছে, মহান ঈশ্বর 'ব্রহ্মা' তোমাদের নারী বানিয়েছেন, তোমাদের দৃষ্টি সংযত রাখ এবং পর্দার আড়ালে থাক।

তাহলে হিন্দু ধর্মও বলছে যে স্কার্ট পরা হারাম। যেসব লোক তাহলে স্কার্ট সমর্থন করে তাদের আমি বলছি যে ঐ হিন্দু রাজনীতিবিদ তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে বলেছেন এবং এভাবেই শ্লেষাত্মক মন্তব্য ফিরিয়ে দিতে হবে। গুলিটি কেন আমাদের দিকে ছোঁড়া হয়? হিন্দুদের জিজ্ঞেস করুন যে এটি কী আমাদের অর্থাৎ ভারতের সংস্কৃতি? তাছাড়াও অন্য একজন হিন্দু রাজনীতিবিদ বলেছিলেন, টেনিস হলো আন্তর্জাতিক খেলা। তারা সবাই আসলে এক হোক হিন্দু কিংবা মুসলিম রাজনীতিক, তাদের বেশির ভাগই নিজেদের স্বার্থের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত।

একজন হিন্দু রাজনীতিক বলেছেন, এটি হলো আন্তর্জাতিক খেলা। তাই তাকে তাদের নিয়ম অনুযায়ী পোশাক পরতে হবে। মানুষজন জানে না যে তারা যে পোশাকটি পরে তাতে তাদের পারফরমেন্স ভালো হয়। আচ্ছা মেনে নিলাম যে এই পোশাকটি পরলে পারফরমেন্স ভালো হয় কিন্তু কতখানি ভালো হয়? আমি তর্ক করবো না। কিন্তু যদি ইতিহাস দেখেন ১৫ থেকে ২০ বছর পূর্বে মহিলারা যখন ব্যাটমিন্টন জাতীয় কিছু খেলতো তাদের পুরো শরীর ঢাকা থাকতো। এমনকি এখন পর্যন্ত ইরানের মহিলারা তাদের পুরো শরীর ঢেকে স্কার্ফ পরে খেলাধুলা করছে।

ধরুন আগামীকাল যদি আন্তর্জাতিক বিচ ভলিবল খেলা হয়, আপনার মেয়েকে কী বিকিনি পরিয়ে সেখানে খেলতে পাঠাবেন? আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি এরকম অনুমতি দেয় কিনা? তখন তারা বলে যে সাঁতারে মহিলারা কম পোশাক পরে ভালো করে সাঁতার কাটার জন্য। এ কারণে পুরুষেরা শুধু ব্রিফ পরে এবং মহিলারা বিকিনি পরে। কিন্তু আপনাদের এটি বুঝতে হবে যে যদি তারা পোশাক না পরে তাহলে তাদের পারফরমেন্স আরো ভালো হবে। তবে কি আপনারা মহিলাদের উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটতে বলবেন? তখন তারা হয়তো বলবে এটি অশালীন। কিন্তু এই দ্বিমুখী নীতি কেন? আপনাদের শালীনতা জ্ঞান অনেক নিচে এবং আমাদের শালীনতা বোধ অনেক উপরে।

এই বিষয়টি আপনাদের বুঝতে হবে যে, তাদের কাছে যেটি শালীন আমাদের কাছে সেটি অশালীন। আপনারা এ নিয়মটি কেনো চালু করছেন না যে, পুরুষ এবং মহিলারা উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটতে পারবে। তাহলে তাদের পারফরমেন্স আরো ভাল হবে। কিন্তু তারা তা করবে না। তাদের শালীনতার সীমা এখানেই সীমিত। এভাবেই আমাদের টেবিলটাকে উল্টে দিতে হবে, অর্থাৎ হিকমতের সাথে

তাদেরকে প্রতিঘাত করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা চুপচাপ বসে থাকি। আমরা নিজেদের মিডিয়ার কাছে হাসির পাত্রে পরিণত হচ্ছি। প্রকৃত অর্থে আমাদের আলিমরা মিডিয়ায় কথা বলতে অভ্যস্ত নন। আমাকে কেউ যদি প্রশ্নটি করে থাকে যে সানিয়া মির্জার পোশাকের বিষয়ে ইসলাম কী বলে? এটি ঠিক না ভুল? আমি তাদের বলতাম, সানিয়া মির্জার পোশাক সম্পর্কে বলার পূর্বে আমি অন্য একটি কথা বলতে চাই। অনেক মুসলিম পুরুষ আছেন যারা ক্রিকেট খেলে থাকেন। ভারতীয় দলে কিংবা অন্যান্য দলেও মুসলিম পুরুষ আছেন। কিন্তু তাদের অনেকেই নামায আদায় করে না। সহীহ মুসলিম অনুযায়ী (বুক অব সালাত) "ঈমান এবং কুফরির মধ্যে পার্থক্য হলো 'সালাত'। সালাত হলো তাওহীদের পরে সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এরপর সবচেয়ে বড় পাপ হলো সালাত কায়েম না করা। তাই আমার মতানুযায়ী যেসব মুসলিম অর্থাৎ ক্রিকেট খেলোয়াররা সালাত আদায় করেন না, তারা সানিয়া মির্জার চাইতেও বড় পাপী। কারণ সানিয়া মির্জা সালাত আদায় করে। আবার মুসলিম অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরা শিরক করছে। পর্দার ক্ষেত্রে তারা সবচেয়ে বড় গুনাহগার। আমি সানিয়া মির্জার পক্ষে কথা বলছি না। কিন্তু একথা বলছি যে, সানিয়া মির্জা যে পোশাকটি পরে সেটি ইসলামিক নিয়ম অনুযায়ী বৈধ নয়, 'হারাম'। কিন্তু একথা বলার আগে পরিবেশটি বদলিয়ে নিলাম এবং এটাই 'হিকমা'। এভাবেই পরিস্থিতি বদলে দিতে হবে। যখনি বলছি খ্রিস্টান ধর্ম এটার বিরুদ্ধে তখন তারা চুপ; হিন্দুধর্ম এটির বিরুদ্ধে। আমি ক্রিকেট এবং সাঁতার সম্পর্কে বলেছি। যখন বললাম যে এটি 'হারাম' তখন এটি তাদের গলা দিয়ে ঢুকবে। তা না হলে উত্তরটি তারা 'হজম' করতে পারবে না। আমি বলেছি সানিয়া মির্জা অন্তত সেই সব ক্রিকেটারদের চাইতে ভালো যারা সালাত আদায় করে না। কারণ সে সালাত আদায় করে তাই সে তাদের চাইতে কম গুনাহগার। ক্রিকেটাররা ৪ দিন ৫ দিন পর্যন্ত খেলে যাচ্ছে কিন্তু সালাতের ব্যাপারে তারা উদাসীন।

মহান আল্লাহ আমাদের সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সানিয়া মির্জা হয়তো একদিন 'হারাম' পোশাক বাদ দিয়ে 'হালাল' অর্থাৎ শালীন পোশাক পরবেন ইনশাআল্লাহ। তারপর সে পুরুষের সাথে খেলতে পারবে কি পারবে না সেটি অন্য বিষয়। কিন্তু আমি এমন কোনো ফতোয়া দিচ্ছি না যে এটি ঠিক। আমাদের

মুসলিমদের এখন জানতে হবে যে কীভাবে টেবিলটি উল্টে দেয়া যায়। হিকমার সাথে কীভাবে উত্তর দেয়া যায় এবং যদি এভাবে উত্তর দিয়ে থাকেন তবে তাদের আপনি চুপ করাতে পারবেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা মিডিয়ার কাছে নিজেদেরকে হাসির পাত্রে পরিণত করছি। কেনো আমি সাধারণত মিডিয়ার কাছে কোনো সাক্ষাৎকার দেই না। কারণ আমি যদি ৫ মিনিটের জন্য কোনো আলোচনা করি তাহলে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তারা এটি সম্পাদনা করে বদলে দেয়। সময়ের স্বল্পতার কারণে মাঝে মাঝে তা ছোট করে দেয় এবং বাক্যটিকে না বুঝেই বদলে দেয়। ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছায় হোক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা এমন করে থাকে। উত্তরটি যদি ঠিকমতো হয় তারা তা কেটে দেয় এবং তারপর উত্তরটি শুনলে অন্যরকম মনে হবে। অথবা না বুঝে আমার উত্তরটি ছোট করতে গিয়ে অন্যরকম হয়ে যায়। তাই ইচ্ছা করেই তাদের আমি এড়িয়ে চলি।

অনেক মিডিয়া থেকে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকে। অনেক আন্তর্জাতিক মিডিয়া থেকে আমাকে ডাকা হয় সাক্ষাতের জন্য। বেশির ভাগ সময়েই তাদের আমি এড়িয়ে চলি। কিন্তু যখন আমাদের চ্যানেল হবে 'ইনশাআল্লাহ' তখন সঠিক তথ্যটি তুলে ধরা সমজ হবে। যদি কেউ প্রগ্রামটি সম্পাদনাও করে থাকেন আমাদের চ্যানেলে পুরোটি দেখানো হবে 'ইনশাআল্লাহ'। একটি চ্যানেল চালু করা অবশ্যই অনেক কঠিন কাজ। চালুর পরে সেটি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী চালানো আরো অনেক কঠিন কাজ। তবে 'ইনশাআল্লাহ' আপনারা দোয়া করবেন আমিও দোয়া করি যেন সঠিক পথে চলতে পারি। কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত মিডিয়া এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামকে ছড়িয়ে দিতে এখন একাধিক ইসলামিক চ্যানেল প্রয়োজন। পরিশেষে পবিত্র কুরআনের একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। সূরা বনি ইসরাইলের ৮১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۔

অর্থ ঃ "সত্য সমাগত মিথ্যা বিতাড়িত, মিথ্যার বিতাড়ন অবশ্যাম্ভাবী" অর্থাৎ, যখন সত্য এসে মিথ্যার সামনে দাঁড়ায় মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে যায়। মিথ্যা তার প্রকৃতিগত কারণেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।